

‘আইএমএফ- এর টাকায় সন্ত্রাস চালাবে পাকিস্তান’ রাজনাথ সিং

আহমেদাবাদ, ১৬ মেঃ ‘২৩
মিনিট’ই যথেষ্ট ছিল। যতক্ষণে
মানুষ প্রাণত্যাগ করেন, ততক্ষণে
ভারতীয় বায়ুসেনা দেশের শত্রুদের
শেষ করেছে। শুক্রবার গুজরাটের
ভুজ বায়ুসেনা ঘাঁটি থেকে এমনই
বার্তা দিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা
মন্ত্রী রাজনাথ সিং। পাশাপাশি,
অপারেশন ‘সিন্দুরের সাক্ষ্যের কথা
বলে ভারতীয় সেনার প্রশংসা
করতেও দেখা যায় তাঁকে। এদিন
তিনি আরও বলেন, “মোদি
জমানায় প্রতিরক্ষা বিষয়ে ভারতের
ভাবনা ও কার্যক্ষমতার অনেক
পরিবর্তন হয়েছে। এই ক্ষেত্রে
আমরা ভগবান রামের আদর্শেই



চলি। তবে অপারেশন ‘সিন্দুর
এখনও শেষ হয়নি। এটা ট্রেলার
ছিল, সঠিক সময় গোটা পিকচার
দেখা।” সম্প্রতি ভারতের হাজার
বার বিবিসিভার পরে পাকিস্তানকে
তাদের জন্য বরাদ্দ ৭০০ কোটি
মার্কিন ডলার ঋণ থেকে ১০০
কোটি মার্কিন ডলার ঋণ দেওয়ার
সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে আইএমএফ
বা আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার।
ভূজের ভাষণপূর্ব থেকে সেই
প্রসঙ্গেও মুখ খোলেন
প্রতিরক্ষামন্ত্রী। তার দাবি,
“আইএমএফ পাকিস্তানকে আর্থিক
সহায়তা দেওয়ার কথা ঘোষণা
করেছে। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি,
এই টাকাকে পাকিস্তান আবারও
সন্ত্রাসবাদে মদত জোগাতেই
ব্যবহার করবে। তাই এই রকম
পরিস্থিতিতে কোনও ভাবেই ওদের
কোনও রকম আর্থিক সহায়তা করা
উচিত নয়। আমরা চাইছি,
আইএমএফ যেন পাকিস্তানের
হাতে টাকা তুলে দেওয়ার আগে
একবার পুনর্বিচার করে। ভারত
আইএমএফ-কে যে সহায়তা করে,
সেই টাকাই ঘুরপথে সন্ত্রাসবাদে
মদত দিতে ব্যবহার হোক, তা
কখনওই গ্রহণযোগ্য নয়।”

কলকাতা ফের পথ দেখাল! বায়ু দূষণ কমিয়ে নজির, টুইটে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ মেঃ
বায়ু দূষণ কমিয়ে সারা দেশের
সেরা তিনটি শহরের মধ্যে জায়গা
করে নিল কলকাতা। ভারত
সরকারের সাম্প্রতিক রিপোর্টেই
এই তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে।
শুক্রবার বিকেলে টুইটে এখবর
জানিয়ে রাজ্যবাসীকে অভিনন্দন
জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা
বন্দ্যোপাধ্যায়। টুইটে মুখ্যমন্ত্রী
জানান, বাতাসে ভাসমান দূষিত
কণা এবং বাতাসের গুণমান
পরীক্ষার নিরিখে ভারত সরকার
দেশের সব বড় শহরের দূষণ
পরীক্ষা করেছিল। তাতে দূষণ
কমানোর নিরিখে কলকাতার
বাতাসের গুণমান নিয়েও সম্প্রতি
বিভিন্ন মতল থেকে আশঙ্কা প্রকাশ
করা হয়েছিল। এ নিয়ে একাধিক
গবেষণা সংস্থা ও কলকাতার
বাতাসের গুণমান নিয়ে উদ্বেগ
প্রকাশ করে। এরপরই শহরের দূষণ
টেকাতে একগুচ্ছ পদক্ষেপ করে
রাজ্য এবং পুরসভা। সেই সঙ্গে
শহরবাসীর মধ্যে সচেতনতা মূলক
একাধিক প্রচারণা করা হয়। তারই
ফলে এই সাফল্য বলে মত
পর্যবেক্ষকদের।

সুপ্রিম কোর্টের বড় নির্দেশ ৪ সপ্তাহে ২৫ শতাংশ ডিএ দিতেই হবে নবান্নকে

নয়াদিল্লি, ১৬ মেঃ ডিএ মামলায়
সুপ্রিম কোর্টে চাপের মুখে রাজ্য
সরকার। দীর্ঘদিন ধরে বকেয়া ডিএ
দেওয়ার আবেদন জানিয়ে
আদালান করছেন পশ্চিমবঙ্গের
সরকারি কর্মীরা। এবার রাজ্যকে সেই
মহার্ঘ ভাতার কিছুটা অংশ দেওয়ার
নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। শুক্রবার
সুপ্রিম কোর্ট শুরুতেই বলে, অন্তত
৫০ শতাংশ বকেয়া ডিএ দিয়ে দিতে
হবে রাজ্যকে। কিন্তু রাজ্য স্পষ্ট
জানিয়ে দেয়, “এত টাকা দেওয়া
সম্ভব নয়।” রাজ্যের ‘তরফে
আইনজীবী অভিযুক্ত মনু সিংহ
বলেন, “এত টাকা দেওয়া সম্ভব
নয়। আমি কিছু প্রতিশ্রুতি দিতে
পারছি না আমার কর্মীদের। এত
টাকা দিলে আমরা চালাতেই পারব
না।” সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি
বলেন, “আমরা সব রায় দেখেছি।
হাইকোর্টের দু’জন বিচারপতি টাকা
দেওয়ার পক্ষে রায় দিয়েছেন। এটা
সত্যি, যে এটা কোনও অধিকার
নয়। কিন্তু তার মানে এই নয় যে
টাকা দেব না। অন্তত ২৫ শতাংশ
দিন।” বিচারপতি সঞ্জয় কেরাল
এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্রের
বেঞ্চে ছিল মামলার শুনানি। আগামী
সোমবার পর্যন্ত সময় চেয়েছিল রাজ্য।
কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট সেই সময় দিতে
রাজি নয়। আগামী চার সপ্তাহের
মধ্যে ওই টাকা মটানোর নির্দেশ

দেওয়া হয়েছে। মামলাকারীদের
আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য
আবেদন করেন, কিছু একটা নির্দেশ
অন্তত দেওয়া হোক, কারণ এই
মামলার দিকে তাকিয়ে আছেন



হাজার হাজার সরকারি কর্মী। এরপর
বিচারপতির নির্দেশ দেন, অবিলম্বে
২৫ শতাংশ ডিএ দিতেই হবে। রাজ্য
সরকারি কর্মীদের অন্তত ১২৫
শতাংশ ডিএ বকেয়া আছে। আগামী
আগস্ট মাসে এই মামলার শুনানির
দিন ধার্য করা হয়েছে। উল্লেখ্য,
কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীরা ৫৫ শতাংশ
মহার্ঘ ভাতা পান, রাজ্য সরকারি
কর্মীরা পান ১৮ শতাংশ ডিএ। অর্থাৎ
কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের তফাৎ ৬৭
শতাংশ। ডিএ আদালনের অন্যতম
মুখ ভাঙ্গার ঘোষ বলেন, “৫০

শতাংশ দিতে বলা হয়েছিল রাজ্যকে।
কিন্তু রাজ্য তাতে রাজি হয়নি। অর্থাৎ
এর থেকে অনেক বেশি খরচ করা
হয় রাজ্যের অন্যান্য প্রকল্পে।” তবে
এই নির্দেশকে আদালনের নৈতিক

বকেয়া ডিএ প্রদানে বাধ্য। ২০১৯
সালে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে
কেন্দ্রীয় হারের সমতুল ডিএ দাবি
করে কলকাতা হাই কোর্টে মামলা
দায়ের করেছিলেন কয়েকজন

জয় বলে মনে করছেন তিনি।
এদিকে, রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে
অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য
জানিয়েছেন, “অর্ডার এখনও হাতে
পাইনি। পাওয়ার পর এ বিষয়ে মতব্য
করব।” ২০১২ সালে রাজ্যের ডিএ
সংক্রান্ত মামলা প্রথম সুপ্রিম কোর্টে
ওঠে। এরপর বার বার শুনানি
পিছিয়ে যায়। গত বছরের নভেম্বরে
আবার নতুন করে এই মামলা সুপ্রিম
কোর্টে যায়। বিচারপতির জানান,
হাই কোর্টের নির্দেশে কোনো ভুল
নেই এবং রাজ্য সরকার কর্মচারীদের

সরকারি কর্মচারী। সেই মামলায়
২০২২ সালে হাই কোর্ট রাজ্যকে
কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের সমতুল ৩১
শতাংশ ডিএ দেওয়ার নির্দেশ দেয়।
তবে রাজ্য সরকার ওই নির্দেশকে
চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে যায়,
এবং আজ সুপ্রিম কোর্টের এই রায়
আসলে। এখন, রাজ্য সরকারি
কর্মচারীরা সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ের
পর কিছুটা সন্তুষ্ট পেয়েছেন, তবে
তাঁরা আশা করছেন, পূর্ণবর্তী
শুনানির পরে তাদের পূর্ণ বকেয়া
ডিএ প্রদান করা হবে।

‘রাজনৈতিক নেতারা সাংবাদিকদের হেনস্থা করে না’, সব্যসাচীর পাশে দাঁড়ালেন ফিরহাদ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ মেঃ বিকাশ ভবনের সামনে জোরদার আন্দোলনে
চাকরিহারারা। পুলিশের সঙ্গে বৃহস্পতিবার দিনভর চলছে তুমুল ধস্তাধস্তি।
সেখানেই বৃহস্পতিবার দুপুরে যেতে দেখা গিয়েছিল তৃণমূল নেতা তথা
স্থানীয় কাউন্সিলর সব্যসাচী দত্তকে। তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন
চাকরিহারারা আন্দোলনকারীরা। অন্যদিকে সব্যসাচীর অনুগামীদের বিরুদ্ধে
চাকরিহারাদের উপর আক্রমণের অভিযোগ উঠেছে। একইসঙ্গে ছাড় পায়নি
সংবাদমাধ্যমও। তা নিয়ে চাপানউতোর চলছে রাজনৈতিক মহলে। তাদের
পর তেপ দেগে চলেছেন পদ্ম নেতারা। বিতর্কের আবহে এবার সব্যসাচীর
পাশে দাঁড়ালেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। ফিরহাদের দাবি, সব্যসাচী
ওই এলাকার কাউন্সিলর। লাগাতার অবরোধের জেরে এলাকার স্থানীয়
বাসিন্দাদের অসুবিধা হচ্ছে। তা জানতে পেরেই তিনি সেখানে গিয়েছিলেন।
সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছিলেন। ফিরহাদ বলেন,
“সব্যসাচী দত্ত ওখানকার কাউন্সিলর। ওখানকার মানুষের অসুবিধা হচ্ছে।
স্থানীয় মানুষ প্রতিবাদ করলে কাউন্সিলরকে আসতে হবে। স্থানীয় বাসিন্দারাই
হচ্ছেন হুসনে রাস্তা আটকানোর বিরুদ্ধে, আর সব্যসাচী দত্ত চুপ করে
বসে থাকবে? স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশে দাঁড়াবে না? তাদের সমস্যা
সমাধানের চেষ্টা করবে না?” অন্যদিকে সাংবাদিকদের হেনস্থা নিয়ে বেশ



গরম সুর ফিরহাদের। খানিক ফ্লোডের সঙ্গেই তিনি বলেন, “রাজনৈতিক
নেতারা সাংবাদিকদের হেনস্থা করে না। বরং সাংবাদিকরা রাজনৈতিক নেতা
এবং রাজনৈতিক দলগুলিকে হেনস্থা করে থাকে। ভুল তথ্য দিয়ে বারবার
হেনস্থা করে।” অন্যদিকে শুক্রবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এডিজি
দক্ষিণবঙ্গ সুপ্রতিম সরকার ও এডিজি আইনশৃঙ্খলা জাভেদ শামিম
চাকরিহারাদেরই কাঁচগড়া তুললেন। সব্যসাচী দত্ত পৌঁছানোর পর কেন
পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল, কেন সাংবাদিকদের মারা হল? এই
প্রশ্ন তুলতেই পুলিশের স্পষ্ট জবাব এল, “প্রথম বেসাইনি কাজটা
আন্দোলনকারীদের তরফে করা হয়।” সুপ্রতিম সরকার বলেন, “ওই
জনপ্রতিনিধি নিজের কাজে বিকাশ ভবনে এসেছিলেন। তাঁকে চুক্তিতে দেওয়া
হয়নি। এরপর তিনি বিদ্রো যাজিলেন। তখন তাঁর গাড়ি আটকে দেওয়া হয়।
কাউকে এভাবে আটকে রাখা যায় না। এটা আইনবিরুদ্ধ।” পুলিশকর্তা আরও
বলেন, “আমি কাউকে রাস্তায় আটকে দেব, গাড়ি ধরোও করে ৪৫ মিনিট
ধরে বসে থাকব, এটা হয় না।” তবে যে সব অভিযোগ উঠছে, তা নিয়ে
অভিযোগ দায়ের করা হলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। জাভেদ
শামিম বারবার বলেন, “পুলিশ চাকরিহারাদের প্রতি কর্তব্য সহানুভূতিশীল।”
সেই কারণেই আন্দোলনে কোনও বাধা দেওয়া হয়নি বলেও দাবি করছেন
তিনি। জাভেদ শামিম বলেন, “চাকরি যাওয়া নিয়ে আমাদের কোনও মন্তব্য
নেই। চাকরি যাওয়ার বেদনা আমরা বুঝি। ওরা কষ্টে আছে। সেটা বুঝি।”
শিক্ষকদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে জাভেদ শামিম বলেন, “শিক্ষকরা সমাজ
গড়েন। তাঁরা সমাজের স্তম্ভ। তাই আমরা শুরু থেকে সম্মান দেখিয়েছি। তবে
যা ঘটেছে, তা শিক্ষকদের থেকে কান্য নয়।” তিনি আরও বলেন, “চাকরি
মূল্য আমরা বুঝি। আমরাও তো চাকরি করি।” পুলিশকর্তাদের বক্তব্য, শান্তিপূর্ণ
আন্দোলনের যেমন অধিকার আছে, তেমনই সরকারি কর্মীদের বাড়ি ফেরার
অধিকারও আছে। আর সেই অধিকার রক্ষা করতে গিয়েই পুলিশ বলপ্রয়োগ
করতে বাধ্য হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে সাংবাদিক বৈঠকে।

বিকাশ ভবনের সামনে ব্যারিকেড ভেঙে দিলেন বিক্ষোভকারী শিক্ষকরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ মেঃ বিকাশ ভবনের সামনে ফের চড়ছে উত্তেজনার পরদা।
শুক্রবার সকাল থেকেই আন্দোলনে উদ্ভল
সকলকে শিক্ষা দফতর চত্বর। সুপ্রিম কোর্টের
নির্দেশে চাকরি হারানো ২৬ হাজার শিক্ষক ও
শিক্ষিকার্মী ফের ব্যারিকেড ভেঙে অবস্থান
বিক্ষোভে বসেছেন। দাবি একটাই-চাকরি
করো। আজ সকালেই পুলিশি পাহারার
মধ্যেই আন্দোলনকারীরা জোর করে ব্যারিকেড
সরিয়ে দিয়ে বিকাশ
ভবনের সামনে এসে
বসে পড়েন। চাকরি চাই
স্লোগানে গর্জে ওঠে
এলাকা। পুলিশকে লক্ষ্য
করে বিক্ষোভ স্লোগানও
দেন
আনেকে।
মোতামে রিপুল পুলিশ
বাহিনী। এর আগে
বৃহস্পতিবার, ১৬ মে
পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত
হয়ে উঠেছিল। বিকাশ ভবনের প্রধান গেট
ভেঙে বিক্ষোভে নামে চাকরি খুঁজছেন
শিক্ষক-শিক্ষিকার্মীরা। চলে বিক্ষোভ, ধস্তাধস্তি,
এমনকি পুলিশের বিরুদ্ধে লাঠিচার্জের
অভিযোগও ওঠে। পাল্টা আন্দোলনকারীদের
বিরুদ্ধেও ইট ছোড়ার অভিযোগ জমা পড়ে।
উত্তেজনা এতটাই চরমে পৌঁছেছিল যে বিকাশ
ভবনের পাঁচটা টপকে পালানোর চেষ্টা করেন
কয়েকজন সরকারি কর্মী। সেই সময় পুলিশের
সঙ্গে চাকরি খুঁয়ে ক্ষুব্ধ শিক্ষকদের তীব্র
ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে



হয়েছেন। পুলিশের তরফে ইতিমধ্যেই
আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে দ্রুতগোপালিত
মামলা দায়ের করা হয়েছে। তবে
আন্দোলনকারীদের স্পষ্ট বক্তব্য, “আমরা
আমাদের ন্যায় অধিকার চাই। যতদিন না চাকরি
বিদ্রো পাছি, ততদিন এখান থেকেই সরব না।”
বর্তমানে বিকাশ ভবনের সামনেও রাস্তা কান্ড
অবরুদ্ধ। যে কোনও সময় পরিস্থিতি ফের উত্তপ্ত
হয়ে উঠতে পারে বলে আশঙ্কা করছে প্রশাসন।
পরিস্থিতি সামাল দিতে তৈরি রয়েছে কলকাতা
পুলিশের বিশাল বাহিনী।

জেলা সংগঠনে ব্যাপক রদবদল সভাপতি-চেয়ারম্যানদের নাম ঘোষণা করল তৃণমূল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ মেঃ আগেই জানানো
হয়েছিল জেলাওয়াডি সাংগঠনিক রদবদল এবার দ্রুত
সেরে ফেলবে তৃণমূল। দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
এবং দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক
বন্দ্যোপাধ্যায় সেই তালিকা চূড়ান্ত করে ফেলেছে। হলও
তাই। রাজ্যে বেশ কিছু জেলায় সভাপতি ও চেয়ারম্যান
বদল করে শুক্রবার তালিকা প্রকাশ করে দিল তৃণমূল।
নতুন তালিকায় নজরে পড়ার মতোই কিছু ঘটনা
বয়েছে। যেমন শুভেন্দু অধিকারীর জেলা বলে পরিচিত
পূর্ব মেদিনীপুর জেলা। কাঁথি সাংগঠনিক জেলায় পীযুষ
পণ্ডা ছিলেন জেলা সভাপতি। তা অপরিবর্তিত রাখা
হল। কিন্তু তমলুক
সাংগঠনিক জেলার সভাপতি
বদল করে দেওয়া হল।
অসিত চট্টোপাধ্যায়ের
পরিবর্তে সেখানে জেলা
সভাপতি করা হয়েছে সুজিত
কুমার রায়কে। জেলা
সভাপতি বদল করা হল
হাওড়াতেও। হাওড়া গ্রামীণে জেলা সভাপতি ছিলেন
আলোচনায় বলেছিলেন, এই দায়িত্ব নিজে তিনি চান
না। এভাবে তিনি একটা সাংগঠনিক দায়িত্বের মধ্যে
বাঁধা পড়েও থাকতে চান না। তবে কুণাল যাই বলুন।
উত্তর কলকাতায় তৃণমূলের নেতাদের মধ্যে কুণাল-
অন্যতম উজ্জ্বল মুখ বলে মনে করা হতো। কোর
কমিটিতে তাঁর নাম না থাকায় অনেকে বিস্মিত
হয়েছেন। আবার সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে জেলা
সভাপতি পদ থেকে সরানো হলেও তাঁর স্ত্রী নয়না
বন্দ্যোপাধ্যায়কে কোর কমিটিতে রাখা হয়েছে। অর্থাৎ
সুদীপ না থাকলেও তাঁর একটা প্রতিনিধিত্ব নয়া
কমিটিতে রইল। তবে পর্যবেক্ষকদের অনেকের মতে,
কোর কমিটি গঠন করে দেওয়া মানে উত্তর কলকাতায়
তৃণমূলের কোনও একজন গ্রহণযোগ্য নেতার অভাব
রয়েছে, যাকে সবাই মেনে চানো। তাপস রায় তৃণমূল
না ছাড়লে সম্ভবত এই দায়িত্ব তিনিই পেতে পারতেন।

সভাপতি করা হবে? এ বিষয়ে কুণাল ঘাতরায়
আলোচনায় বলেছিলেন, এই দায়িত্ব নিজে তিনি চান
না। এভাবে তিনি একটা সাংগঠনিক দায়িত্বের মধ্যে
বাঁধা পড়েও থাকতে চান না। তবে কুণাল যাই বলুন।
উত্তর কলকাতায় তৃণমূলের নেতাদের মধ্যে কুণাল-
অন্যতম উজ্জ্বল মুখ বলে মনে করা হতো। কোর
কমিটিতে তাঁর নাম না থাকায় অনেকে বিস্মিত
হয়েছেন। আবার সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে জেলা
সভাপতি পদ থেকে সরানো হলেও তাঁর স্ত্রী নয়না
বন্দ্যোপাধ্যায়কে কোর কমিটিতে রাখা হয়েছে। অর্থাৎ
সুদীপ না থাকলেও তাঁর একটা প্রতিনিধিত্ব নয়া
কমিটিতে রইল। তবে পর্যবেক্ষকদের অনেকের মতে,
কোর কমিটি গঠন করে দেওয়া মানে উত্তর কলকাতায়
তৃণমূলের কোনও একজন গ্রহণযোগ্য নেতার অভাব
রয়েছে, যাকে সবাই মেনে চানো। তাপস রায় তৃণমূল
না ছাড়লে সম্ভবত এই দায়িত্ব তিনিই পেতে পারতেন।



ফের মাথাচাড়া দিল কোভিড-১৯! হুহু করে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা

সিঙ্গাপুর ও ব্যাংকক, ১৬ মেঃ ফের মাথাচাড়া
দিল কোভিড-১৯। হংকং, সিঙ্গাপুর, চীন,
থাইল্যান্ড-সহ একাধিক দেশে নতুন করে
সংক্রমণ বাড়তে শুরু করেছে। হংকং ও
সিঙ্গাপুরের স্বাস্থ্য দফতর ইতিমধ্যেই জনগণকে
সতর্ক করেছে। কোভিড-১৯-এর এই নতুন
ডেউ নিয়ে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা যথেষ্ট উদ্ভিগ্ন।
হংকংয়ের সেন্টার ফর হেলথ প্রোটেকশনের
কমিউনিটিকেশন ডিজিটাল শাখার প্রধান অ্যালবার্ট
আউ স্থানীয় সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন,
শহরে কোভিড
সংক্রমণের হার বর্তমানে
‘অত্যন্ত উচ্চ’ পর্যায়ে
রয়েছে। আউ
জানিয়েছেন, হংকংয়ে
এখন যে পরিমাণ
নমুনা কোভিড ধরা
পড়ছে, তা গত বছরের
তুলনায় বেশি। মে
মাসের ৬ তারিখ পর্যন্ত
সপ্তাহে মোট ৩১ জন গুরুতরভাবে এই
ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন, মৃত্যুও হয়েছে
আনেকের। রোগী চিহ্নিত হয়েছেন এবং মৃত্যুর
সংখ্যাও বাড়ছে। যদিও আগের দুই বছরের
তুলনায় এখনও সংক্রমণের পরিমাণ কম।
শহরের নিকশি জলে ভাইরাসের উপস্থিতি
পাওয়া গিয়েছে। হাসপাতালে এবং ক্লিনিকে
কোভিডের লক্ষণ নিয়ে আসা রোগীর সংখ্যাও
উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। হংকংয়ের
পাশাপাশি সিঙ্গাপুরেও বাড়ছে সংক্রমণ। গত
এক বছরে প্রথমবার, মে মাসে কোভিড

সংক্রান্তের প্রকাশ করেছে সে দেশের স্বাস্থ্য
মন্ত্রক। মে মাসের ৬ তারিখ পর্যন্ত সেখানে
কোভিড সংক্রমণ ২৮ বেড়ে মার্কিয়েছিল
আনুমানিক ১৪ হাজার ২০০-তো। ওই একই
সময়ে হাসপাতালে ভর্তি রোগীর সংখ্যাও
বেড়েছে প্রায় ৬০। সিঙ্গাপুরে সংক্রমণ খুব
একটা না বাড়লেও পরিসংখ্যান প্রকাশ্যে
আসেনি। স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, প্রতিরোধ
ক্ষমতা কমে যাওয়ার ফলেই হয়তো এই
সংক্রমণ ও তার বাড়বাড়ন্ত। তবে এখন পর্যন্ত
এমন কোনও তথ্য
মেদিনীয়া প্রমাণ করে
নতুন ভাইরাস
সেইইনগুলি আগের চেয়ে
বেশি সংক্রামক বা
মারাত্মক। গোটা
এশিয়াতেই গত কয়েক
মাস ধরে ধাপে ধাপে
কোভিড সংক্রমণ
বাড়ছে। মাসে মাসেই
নতুন ডেউ দেখা গিয়েছে। স্বাস্থ্য অধিকারিকরা
বারবার জনগণকে টিকা নেওয়ার পরামর্শ
দিচ্ছেন। বিশেষত বার্ধা বৃদ্ধিপূর্ণ, তাদের জন্য
বুস্টার ডোজ নেওয়া জরুরি বলে মনে করছেন
তারা। এছাড়াও, গরমে সাধারণত অন্যান্য
ভাইরাস দুর্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু এমন সময়ে
কোভিড সংক্রমণ বাড়ছে, ভাইরাসের স্থায়ী
সংক্রামক ক্ষমতারই প্রমাণ। ব্রুমবার্গ-এর রিপোর্ট
অনুযায়ী, চীনেও নতুন কোভিড ডেউ শুরু
হয়েছে। সকলই সতর্ক রয়েছে। এদিকে এদেশে
এই ভাইরাসে আক্রান্তের খবর পাওয়া যায়নি।



ফের কৃতিত্ব নিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প

‘নিশ্চিতভাবে যুদ্ধবিরতিতে সাহায্য করেছি, বাণিজ্যের কথা শুনে ভারত-পাক দু’পক্ষই খুশি’

দোহা, ১৬ মেঃ ভারত সরকার
মানতে চায়নি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র
মোদিও জাতিসংঘে উদ্দেশ্যে ভাষণে এমন
কিছু বলেননি। তবে আমেরিকার
প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বারংবার
দাবি করছেন যে, ভারত-পাকিস্তান
যুদ্ধবিরতি তাঁর জন্যই সম্ভব হয়েছে।
তিনি সন্তোষ প্রকাশ্যে পাক
আটকেছেন বলে দাবি করছেন।
ট্রাম্পের এই সব মন্তব্য নিয়ে তো
বিশ্বজুড়ে চর্চা চলছে। এরই মধ্যে
ফের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধবিরতি
নিয়ে মন্তব্য করলেন মার্কিন
প্রেসিডেন্ট। জানালেন, বাণিজ্যের
কথা শুনে দুই দেশই খুব খুশি
হয়েছে। ডোনাল্ড ট্রাম্পের বক্তব্য
ছিল, ভারত এবং পাকিস্তানের সঙ্গে

বাণিজ্য করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন
তিনি। কিন্তু তাঁর শর্ত ছিল, যুদ্ধ
পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে হবে।
একে অপরকে হামলা করা থেকে
বিরত থাকতে হবে। সম্প্রতি ভারতের
মার্কিন সেনার বেসে গেছিলেন
ট্রাম্প। সেখানে বক্তব্য পেশ করে
তিনি আবারও ভারত-পাক
যুদ্ধবিরতি নিয়ে মন্তব্য করলেন।
‘নিশ্চিতভাবে দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধবিরতিতে
সাহায্য করেছি। নাহলে পরিস্থিতি
আরও আরও খারাপ হয়ে যেতে
পারত।’ কাতারে মার্কিন সেনার ওই
ক্যাম্পে ভাষণ দিয়েই ট্রাম্প ফের
মনে করিয়ে দেন, কীভাবে বাণিজ্যের
কথা বলে তিনি ভারত-পাকিস্তানকে
ঠান্ডা করেছেন। মার্কিন প্রেসিডেন্টের



কথায়, “আমি শুধু সাহায্য করেছি
বললে ভুল হবে। নিশ্চিতভাবে
সাহায্য করেছি। হঠাৎ করেই দুই দেশ
একে অপরের বিরুদ্ধে মিসাইল
ছুঁতে শুরু করেছিল। না থামলে
পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে যেত।”

ট্রাম্পের সংযোজন, “ভারত-
পাকিস্তানের সঙ্গে বাণিজ্য করব বলে
প্রস্তাব দিয়েছি। তাতে পাকিস্তান খুবই
খুশি। আর ভারতও রাজি হয়েছে।
আমার মনে হয় এবার তারা
সংঘাতের রাস্তা থেকে সরে আসবে।”
এর আগে ট্রাম্প এক সাক্ষাৎকারে দাবি
করেছিলেন, জন্ম-কান্দীর ইস্যুতে
ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে সমস্যা
নাকি হাজার বছরের, আর তিনি তার
সমাধান করতে চান। এদিনও তিনি
এই প্রসঙ্গে বলেন, “আমি ওদের
সমস্যার সমাধান করে দিতে পারব।
আমি সব সমস্যার সমাধান করতে
পারি। এটাও করে দেব। স্পষ্টভাবে
বলতে পারি, ভারত-পাকিস্তান ওরা
খুশি হয়েছে। আগামী দিন সব ঠিক

হয়ে যাবে।” ভারত সরকারের পক্ষ
থেকে অবশ্য সাংবাদিক বৈঠক করে
স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছিল যে,
জন্ম-কান্দীর সমস্যা ভারত-
পাকিস্তানের দ্বিপাক্ষিক ইস্যু। এতে
তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ বরাদ্দ করা
হবে না। কিন্তু ট্রাম্প নিজেই বারবার
এই ইস্যুতে কথা বলে যাচ্ছেন।
তাৎপর্যপূর্ণভাবে, ভারত-পাকিস্তান
যুদ্ধবিরতির ঘোষণা করার আগেই
ট্রাম্প সৌশাল মিডিয়ায় তা
জানিয়েছিলেন। বলেছিলেন, তাঁর
সঙ্গে ভারতের আলোচনার পর দুই
পক্ষ এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেই নিয়ে
এখনও পর্যন্ত পাশ্চাত্য প্রতিক্রিয়া দেখনি
ভারত। এখন দেশের নতুন করে
নয়াদিল্লি কিছু বলি কিনা।

সমৃদ্ধি ও কল্যাণ প্রার্থনা করে সিকিমের প্রতিষ্ঠা দিবসে শুভেচ্ছা রাষ্ট্রপতির



নয়াদিব্লি়, ১৬ মেঃ সমৃদ্ধি ও কল্যাণ প্রার্থনা করে সিকিমের প্রতিষ্ঠা দিবসে শুভেচ্ছা জানানলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সিকিমের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি কামনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। শুক্রবার সকালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ

ডিজিটাল জালিয়াতির পর্দাফাঁস, নয়ডায় প্রেফতার দুই অভিযুক্ত

নয়ডা, ১৬ মে ঃ উত্তর প্রদেশের নয়ডায় ডিজিয়াল জালিয়াতির পর্দাফাঁস করলো পুলিশ। প্রেফতার করা হয়েছে দুই অভিযুক্তকে। শুক্রবার সাইবার ক্রাইমের ডিসিপি প্রীতি যাদব বলেছেন, কয়েকদিন আগে, গৌতম বুদ্ধ নগরের এক বাসিন্দা সাইবার অপরাধীদের দ্বারা পরিচালিত ডিজিটাল প্রেফতার জালিয়াতির শিকার হন। ঘটনাটি সাইবার ক্রাইম থানার নজরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই একটি মামলা দায়ের করা হয় এবং আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়।পুলিশ জানিয়েছে, নয়ডা সাইবার ক্রাইম পুলিশ দুই অভিযুক্তকে প্রেফতার করেছে। ২৩৯ কোটি টাকার ডিজিটাল জালিয়াতির ঘটনায় দু’জনকে প্রেফতার করা হয়েছে। অভিযুক্তরা সাইবার অপরাধীদের কাছে ব্যান্ক অ্যাকাউন্ট সরবরাহ করেছিল। একটি অ্যাকাউন্টে ১০ কোটি টাকার লেনদেন দেখানো হয়েছে। আরও তদন্ত চলছে বলে মনে।

শান্তি ফিরেছে এলওসি-তে, পুঞ্চ়ে বাড়ি ফিরলেন শেষ গ্রামের বাসিন্দারা

পুঞ্চ, ১৬ মেঃ ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সংঘর্ষ-বিরতির পর শান্তি ফিরেছে নিয়ন্ত্রণরেখায়। বিগত কয়েকদিন ধরে গোলাগুলির কোনও ঘটনা ঘটেনি। শান্তি ফিরতেই নিজেদের বাড়ি ফিরে আসছেন সীমান্তবর্তী গ্রামের বাসিন্দারা। পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের (পিওকে) খুব কাছে অবস্থিত সালোত্রিতে নিয়ন্ত্রণ রেখার অদূরে শেষ গ্রামের বাসিন্দারা নিজেদের বাড়িতে ফিরে এসেছেন। গত ৬-৭ মে পাকিস্তানের ভারী গোলাগুলি বর্ষণের সময় প্রাণ বাচিয়ে তারা পালিয়ে গিয়েছিলেন।আসান মহম্মদ নামে স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেছেন, আমি ১৯৬৫ এবং ১৯৭১ সালের যুদ্ধ দেখেছি, কারণ আমার জন্ম ১৯৪৭ সালে। এমন পরিস্থিতি ১৯৬৫ অথবা ১৯৭১ সালেও দেখা যায়নি। আমরা এখানে থাকতে পারিনি, তাই আমরা সুরানকোটে চলে এসে স্থানীয়দের সঙ্গে সেখানে বসবাস শুরু করি। সেখানকার মানুষ আমাদের অনেক সাহায্য করেছে। এখন আমরা আমাদের বাড়িতে ফিরে এসেছি।

বিকাশ ভবনে জোরদার পুলিশ ব্যবস্থা, ব্যাফও নামানো হয়েছে

কলকাতা, ১৬ মে ঃ আন্দোলনকারীরা যাতে বিকাশ ভবনের ভেতরে প্রবেশ করতে না পারেন, সেই কারণে মূল গেট-সহ বিভিন্ন সড়কীয় নতুন করে ব্যারিকেড করল পুলিশ। বিকাশ ভবনের কর্মীদের যাতে ঢুকতে বা বার হয়ে অসুবিধা না হয়, তারও ব্যবস্থা করছে তারা। পরিস্থিতি সামাল দিতে র‍্যাফ নামানো হয়েছে।বিকাশ ভবনের সামনে অনেক পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। তারা ব্যারিকেড করে রেখেছে মূল গেটের সামনে। শুধুমাত্র বিকাশ ভবনের কর্মচারী ছাড়া অন্য কেউ ভেতরে ঢুকতে না পারেন, সেই দিকে কড়া নজর রাখা হয়েছে। প্রত্যেক কর্মীর পরিচয়ই যাচাই করার পরই বিকাশ ভবনে ঢোকার অনুমতি মিলছে বলে মনে হয়।

অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি কামনা করে সিকিমের জনগণকে শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিব্লি়, ১৬ মে ঃ সিকিমের জনগণকে রাজ্যের প্রতিষ্ঠা দিবসে শুভেচ্ছা জানানলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সিকিমের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি কামনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। শুক্রবার সকালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ



লিখেছেন, সিকিমের প্রতিষ্ঠা দিবসে

আচমকাই দিল্লির আবহাওয়ায় দূষণ, বাতাসের গুণগতমান খারাপ পর্যায়ে

নয়াদিব্লি়, ১৬ মে ঃ আচমকাই আবহাওয়া বদলে গেল রাজধানী দিল্লিতে। দূষিত হয়ে উঠল দিল্লির বাতাস। শুক্রবার সকালে দিল্লির গড় বাতাসের গুণগতমান ৩০৫-এ পৌঁছেছে, যা কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের তথ্য অনুসারে ‘খুব খারাপ’ পর্যায়ে পড়ে। এদিন সকালে গুরুগ্রামে বাতাসের গুণগতমান ছিল ২৯৪, ফরিদাবাদে ২৮৮, গাজিয়াবাদে ২৮৩, প্রেটার নয়ডায় ২৫৬ এবং



নয়ডায় ২৮৯।দিল্লির মুন্ডকার ৪১৯ এবং ওয়াজিরপুরে ৪২২-এ

দিল্লিতে বিপজ্জনকভাবে হেলে পড়েছে ৪-তলা বাড়ি, ভয়ে স্থানীয়রা

নয়াদিব্লি়, ১৬ মে ঃ রাজধানী দিল্লিতে বিপজ্জনকভাবে হেলে পাল একটি ৪-তলা বাড়ি। দিল্লির শাহদারার বিহারি কলোনির ঘটনা। সেখানে একটি চারতলা বাড়ি বিপজ্জনকভাবে হেলে পড়েছে, যার ফলে কর্তৃপক্ষ ওই বাড়িটি এবং আশেপাশের দু’টি বাড়ি খালি করার নোটিশ জারি করেছে। অস্থায়ী ব্যবস্থা হিসেবে কাঠের সাপোর্ট দেওয়া হয়েছে বাড়িটিকে। স্থানীয়দের আশঙ্কা, যে কোনও সময় বাড়িটি

ভেঙে পড়তে পারে। পৌর বিভাগ জানিয়েছে, ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। আশেপাশের ভবনগুলিতেও ফাটল দেখা দিয়েছে এবং বাসিন্দারা বড় ধরনের দুর্ঘটনা এড়াতে দ্রুত ভেঙে ফেলার আহ্বান জানিয়েছেন। শাহদারা দক্ষিণ অঞ্চল এমসিডি-র স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান সন্দীপ কাপুর বলেছেন, দিল্লি পৌর কর্পোরেশন সক্রিয়ভাবে বাস্তব্গি পরিদর্শন করছে, বিশেষ করে যেগুলি পাঁচ থেকে ছয় তলা উঁচু,

অথবা জরাজীর্ণ ও হেলে থাকা অবস্থায় রয়েছে, যা ভেঙে পড়ার ঝুঁকি তৈরি করছে। এই প্রচেষ্টায়, বিহারী কলোনিতে একটি চার তলা ভবন, যা সামান্য হেলে ছিল, সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে গত কাল রাতে খালি করা হয়েছে। ইঞ্জিনিয়াররা বর্তমানে বাড়িটি পরিদর্শন করছেন এবং এটি সিল করে ভেঙে ফেলার সম্ভাবনা রয়েছে। হেলে পড়া ভবনটি ধসে পড়লে সম্ভাব্য

এবং পরিস্রমী মানুষের সঙ্গে সম্পর্কিত। সিকিম বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রগতি অর্জন করেছে। এই সুন্দর রাজ্যের জনগণ সমৃদ্ধি অব্যাহত রাখুক। উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও সিকিমের জনগণকে হার্দিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

বাতাসের গুণগতমান সবচেয়ে খারাপ রেকর্ড করা হয়েছে। দিল্লির ২১টি এলাকায় এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স ৬০০-৪০০-এর মধ্যে ছিল, অন্য ১২টি এলাকায় ২০০-৬০০-এর মধ্যে ছিল। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, দিল্লির ইন্ডিয়া গেটের আশেপাশের এলাকায় শুক্রবার সকালে বাতাসের গুণগতমান খুবই খারাপ ছিল। খোঁয়াশার মধ্যেই প্রাতঃ ভ্রমণ করতে দেখা যায় অনেককে।

বিপদের কারণে আশেপাশের ভবনগুলিকে ও খালি করার জন্য নোটিশ জারি করা হয়েছে। স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেছেন, যদি বাড়িটি ইতিমধ্যেই হেলে পড়ে থাকে, তাহলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এটি সিল করে দেওয়া উচিত, রুক করা উচিত, অথবা ভেঙে ফেলা উচিত। এমসিডি-কে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে অন্যথায়, এটি স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য গুরুতর সমস্যা তৈরি করবে বলে মনেহয়।

সেনার পরাক্রমকে কুর্নিশ, হুব্বালিতে তিরঙ্গা যাত্রার আয়োজন

হুবালি, ১৬ মেঃ জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলাগামে সন্ত্রাসী হামলার পর ‘অপারেশন সিঁদুরে’ ভারতীয় সামরিক বাহিনীর পরাক্রমকে সম্মান জানাতে ‘তিরঙ্গা যাত্রা’র আয়োজন করা হচ্ছে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে। এবার কর্নাটকের হুব্বালিতেও আয়োজিত হল তিরঙ্গা যাত্রা। ভারতীয় সশস্ত্র

বাহিনীর প্রতি সংহতি প্রকাশ করে হুব্বালিতে তিরঙ্গা যাত্রার নেতৃত্ব দেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পল্লাদ যোশী।তিনি বলেছেন, এই তিরঙ্গা যাত্রা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনীর দেখানো বীরত্বের জন্য এবং তারা যেভাবে প্রত্যাখাত করেছেন ও ত্যাগ স্বীকার করেছেন তা সমর্থন করার জন্য।

তুরস্কের পাকিস্তান প্রীতির নিন্দা, দিল্লিতে বিক্ষোভ স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের



নয়াদিব্লি়, ১৬ মেঃ পাকিস্তানের ‘বন্ধু দেশ’ তুরস্ককে বয়কটের ডাক শুরু হয়েছে দেশ জুড়ে। তুরস্কের পাকিস্তান প্রীতির নিন্দা করে শুক্রবার দিল্লিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেন স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের সদস্যরা। দিল্লির চাকগাপুরীতে স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের সদস্যরা বিক্ষোভ দেখান। সাম্প্রতিক ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনার সময় পাকিস্তানকে সমর্থন করার জন্য তুরস্কের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে शामिल হয়েছে স্বদেশী জাগরণ মঞ্চ।তারা এদিন দিল্লিতে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করলেন। নতুন শক্তির সঙ্গে তুরস্ক দূতাবাসে যাত্রার পথে পুলিশ বিক্ষোভকারীদের থামিয়ে দেয়। তুরস্ক

দূতাবাসে যাওয়ার পথে চাগাপুরীতে স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের বিক্ষোভকারী সদস্যদের পুলিশ আটক করে। ভারতীয় ব্যবসায়ীদের তুরস্কের পণ্য বর্জনের বিষয়ে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা এদিন বলেছেন, যদি কোনও দেশ ভারতের বিরুদ্ধে কোনওভাবে জড়িত থাকে, তবে এই দেশের জনগণ সম্ভাব্য সকল উপায়ে তা বর্জন করবে। আমি সেই সমস্ত ব্যবসায়ীদের কুর্নিশ জানাই যারা তুরস্ক থেকে সম্পূর্ণ পরিসরের আপেল আদানি করতেন এবং ভারতের সঙ্গে ব্যবসা করতেন, কিন্তু এখন তারা পূর্ণ শক্তির সঙ্গে তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। এটি সত্যিই তাদের দেশপ্রেমকে প্রকাশ করে।

অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি কামনা করে সিকিমের জনগণকে শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর

সরকারি কর্মীদের ২৫ ডিএ দিয়ে দিতে বলল সুপ্রিম কোর্ট, আগস্টে ফের শুনানি



নয়াদিব্লি়, ১৬ মে ঃ রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের আপাতত ২৫ শতাংশ মহার্বভাতা (ডিএ) দিয়ে দিতে বলল সুপ্রিম কোর্ট। চার সপ্তাহের মধ্যে সকল কর্মচারীকে এই পরিমাণ ডিএ দিতে বলা হয়েছে। শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সঞ্জয় করোাল এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্রের বৈধ এই কথা জানিয়েছে। আগামী আগস্ট মাসে এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে।এর আগে ১৮ বার ডিএ মালার শুনানি পিছিয়ে যায়। চলতি সপ্তাহেও ডিএ মালার শুনানি পিছিয়ে যায়। সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছিল, এই মামলায় দীর্ঘ শুনানি প্রয়োজন রয়েছে। এমতাবস্থায় শুক্রবার শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, চার সপ্তাহের মধ্যে সরকারি কর্মীদের ২৫ শতাংশ বকেয়া ডিএ দিয়ে দিতে হবে।

সরকারের উচিত সহানুভূতি দেখানো, চাকরিহারাদের বিক্ষোভ প্রসঙ্গে দিলীপ



কলকাতা, ১৬ মেঃপুলিশ অত্যাচারের বিরুদ্ধে সরব চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকারা। বিকাশ ভবনের সামনে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন তারা। এমতাবস্থায় সরকারের সমালোচনা করলেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। তাঁর কথায়, সরকারের উচিত সহানুভূতি দেখানো। শুক্রবার সকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দিলীপ ঘোষ বলেছেন, শিক্ষকরা বিকাশ ভবনে নিজেদের চাকরির জন্য বিক্ষোভ করছেন। কোর্টের নির্ণয়ে তাঁদের চাকরি চলে গিয়েছে। এই পরিস্থিতির মূল কারণ বলে মনে হচ্ছে সরকারের অবহেলা।দিলীপ ঘোষ আরও বলেছেন, এই শিক্ষকরা নিজেদের চাকরি ফিরে পাওয়ার জন্য বিক্ষোভ করছেন। সরকারের সহানুভূতি এবং বোধগম্যতার সঙ্গে প্রতিক্রিয়া জানানো উচিত। পরিবর্তে, তাদের সঙ্গে সংঘাত, পুলিশ বর্বরতা, মারধর এবং এমনকি রাজনৈতিক নেতাদের তাদের বিরুদ্ধে জড়িত করা হয়েছে। এই ধরনের ঘটনা ঘটা উচিত নয়।

১০-১৫ বছরে কোনও কাজ হয়নি, দিল্লির সমস্ত মন্দির অবস্থা খুব খারাপঃরেখা গুপ্তা



নয়াদিব্লি়, ১৬ মেঃ দিল্লির মান্ডি গুলির অবস্থা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। তাঁর কথায়, ১০-১৫ বছরে কোনও কাজ হয়নি, দিল্লির সমস্ত মন্দির অবস্থা খুব খারাপ। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা ও দিল্লির মন্ত্রী কপিল মিশ্র শুক্রবার সকালে উত্তর দিল্লির আজাদপুর মন্দির পরিদর্শন করেছেন।পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা বলেছেন, দিল্লির সমস্ত মন্দির অবস্থা এতটাই খারাপ যে গত ১০-১৫ বছরে এই মন্দিগুলিতে কোনও কাজ হয়নি। এখানে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, রাস্তাঘাট, নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে অনেক সমস্যা রয়েছে, অথচ এখানে বহু মানুষ কাজ করছেন। এখানে কোনও উন্নয়নমূলক কাজ করা হয়নি, আম আদমি পাটি এটিকে দুর্নীতির কেন্দ্র করে তুলেছে। আজ আমরা মান্ডি পরিদর্শন করছি এবং এটিকে আধুনিকীকরণের পরিকল্পনা করা হবে।

ট্রান্সপে চায় না ভারতে কারখানা খুলুক অ্যাপেল



নয়াদিব্লি়ঃএই মুহূর্তে ভারতের প্রতি কিছুটা বিরূপ ডোনাল্ড ট্রাম্প। বরং তার সঙ্গে সক্ষমতা বাড়ছে চিনের। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের আগ্রগতিতে কিছুটা ক্ষুব্ধ ট্রাম্প। বন্ধু’ ভারতে উৎপাদন করবে না অ্যাপেল। এমনটাই চান মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। জানা গিয়েছে, দোহায় অ্যাপেলের সিইও টিম কুকের সঙ্গে ট্রাম্পের বৈঠক হয়েছে। সেখানেই নাকি মার্কিন প্রেসিডেন্ট জানিয়ে দিয়েছেন, চিনে যতখুশি পণ্য উৎপাদন করুন অ্যাপেল। কিন্তু ভারতে করা যাবে না। ট্রাম্পের কথায়, ভারত নিজেদের দিকটা নিজেরা দেখে নেবে। বছরখানেক আগে শোনা গিয়েছিল, ভারতে নিজেদের সিইও টিম কুকের সঙ্গে ট্রাম্পের বৈঠক অ্যাপেল। সেই জন্যই ভারতীয়দের নিয়োগ করার কথা ভাবছে সংস্থার কর্তৃপক্ষ। প্রাথমিকভাবে অনুমান, আগামী তিন বছরে অন্তত ৫ লক্ষ ভারতীয়কে নিয়োগ করবে তারা। শুধু তাই নয়, ভারতেই নিজেদের পণ্য উৎপাদনে আগ্রহী মার্কিন সংস্থাটি। আগামী ৪-৫ বছরে অন্তত ৩ লক্ষ কোটি টাকার পণ্য উৎপাদনের পরিকল্পনা রয়েছে তাদের। কারণ ভারতে অ্যাপেলের চাহিদা লাফিয়ে বাড়ছে। ২০২৩ সালে এদেশ থেকে অ্যাপেল পণ্যের চাহিদা প্রায় দ্বিগুন হয়ে গিয়েছে। কিন্তু টিম কুকের সেই পরিকল্পনায় বাধ সেধেছেন ট্রম্প। অ্যাপেল সিইওর সঙ্গে বৈঠকের সময়ে তিনি স্পষ্ট বলেন, তুমি আমার বন্ধু। তোমাকে সাহায্য করতে চাই। কিন্তু শুদ্ধি তুমি নাকি গোটা ভারতজুড়ে উৎপাদন করতে চাইছ। আমার কিন্তু সেই মোটেই পছন্দ নয়। চাইলে তুমি ভারতে অ্যাপেলের পণ্য তৈরি করত্রে পারো। কিন্তু অরতে শুশ্কর হার খুব বেশি। তই অরতে অ্যাপেলের পণ্য বিক্রি করা খুব কঠিন।

রামবান দুর্ঘটনার কবলে গুলাম মীরের কনভয়ে থাকা গাড়ি, দুই রক্ষী আহত

জম্মু, ১৬ মে ঃজম্মু ও কাশ্মীরের রামবানে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল শ্রীনাগর জাতীয় সড়কের ওপর পীরাহর কাছে। বিধায়ক অক্ষত রয়েছে এবং তাঁর দু’জন পার্সোনাল সিকিউরিটি অফিসার সঞ্জয় ও আব্দুল রেহমান আহত হয়েছেন। তাঁদের উদ্ধার করে রামবান জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া

দুরন্ত বার্তা

রাশিফল

মেঘঃ প্রেমের জীবনে হয়তো একটু সমস্যা দেখা দিতে পারে, কেননা আপনার প্রণয়ীর সঙ্গে মতবিরোধের ইঙ্গিত আছে। আপনার কটু কথার জন্য হয়তো আপনার প্রণয়ী দুঃখ পাবেন। আপনার একগুঁয়ে স্বভাবের ওপর নিয়ন্ত্রণ আনুন, নয়তো ভবিষ্যতে এ নিয়ে আফসোস করতে হবে।

বৃষঃআপনার সঙ্গীর নিয়ন্ত্রক মানসিকতার কারণে আপনি হয়তো তার সঙ্গে কটু আচরণ করবেন। নিজেকে এর থেকে বিরত রাখুন এবং পাছে এই কারণে আপনার সম্পর্কে বিরূপ প্রভাব পড়ে, তাই প্রণয়ীর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিন।।
মিথুনঃ আজকে নানারকম দ্বন্দ্ব আপনাকে ঘিরে থাকবে। যাই হোক, এই কঠিন পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার সমাধানের রাস্তা আপনি কিছুক্ষণেই বুঝতে পারবেন। কর্কটঃআজকে আপনার সঙ্গী আপনার জন্য সব কিছু করতে রাজি থাকবেন। আপনি চাইই চান বা পৃথিবীর থেকে যাই চান না কেন, তিনি মেনে নেবেন।

সিংহঃ অনেকেরই মনে হবে যে শেষমেশ আপনার সুবুদ্ধির উদয় হয়েছে। তার কারণ? শেষমেশ আপনি পেশা নিয়ে একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা করেছেন। যদিও, যখন আপনার মাথা নানা দিকে দৌড়ায় এবং একইসঙ্গে দুটি ভিন্ন রকম জিনিস অর্জন করতে চায়, তা আপনার কাছে খুব বড় ব্যাপার নয়, কিন্তু অন্য সাধারণ লোকদের কাছে একটা খুবই অদ্ভুত এবং অবাস্তব মনে হয়।

কন্যাঃআজকে আপনার মন উদার এবং স্নায়ু শক্ত থাকবে। সহ্যশক্তি, আশাবাদ এবং অসাধারণ শৈল্পিক দক্ষতা দেখতে পাওয়া যাবে। কলা বিভাগের বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করুন।

তুলাঃ আপনাকে হয়তো ‘মাসের সেরা কর্মচারি’ শিরোপা দেওয়া হয়নি, কিন্তু তাতে এই বিষয়টি ভুলে যাবেন না যে আজকের দিনে আপনি অফিসের সবচেয়ে উজ্জ্বল তারকা। কর্মক্ষেত্রে বিশেষ মনোযোগ পাওয়ার জন্য প্রস্তুত হন, কেননা কর্মকর্তারা আপনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকবেন।

বৃশ্চিকঃ জীবন আপনার সামনে যে চ্যালেঞ্জই নিয়ে আসক না কেন, তার মুখোমুখি হওয়ার জন্য আপনি প্রস্তুত। আপনার আত্মবিশ্বাস আপনাকে সকল বৈপরীত্যর সঙ্গে লড়াই করার শক্তি দেয়।।

ধনুঃ আর্থিক দিক থেকে সবকিছুই বেশ বিবর্ণ, আর এর জন্য দায়ী আপনার অমিতব্যয়ী স্বভাব। আপনি জলের মতো টাকা খরচ করবেন। মকরঃ আজকে আপনি খুবই চনমনে থাকবেন। প্রবল উদ্দীপনা থাকায় আপনি অনেক কাজ সম্পন্ন করে ফেলবেন এবং চারদিনের কামের উৎসাহ ছড়িয়ে দেবেন।।
কুম্ভঃ আজকে আপনার মাথায় অর্থ চিন্তা ঘুরবে। আপনি যদি আর্থিক বিষয়গুলি চিন্তা ভাবে গোছাচ্ছে চান, তাহলে আজকে খুবই ভালো দিন।।
মীনাঃ কর্মক্ষেত্রে আপনি নতুন নতুন কাজ করবেন। শুনে যতই উত্তেজক মনে হোক না কেন, এর আসল অর্থ হল যে, আজকে আপনাকে অনেক দায়িত্ব্যত করতে হবে। নতুন ব্যবসায়িক চুক্তি, মিটিং করা বা অন্যথায় ফোনের মাধ্যমে নেটওয়ার্কিং করার কাজে আপনি চাপা পড়ে যাবেন। আপনি যদি সম্পত্তিতে বিনিয়োগ করে থাকেন,

আবহাওয়া

ফের গরমের দাপট শুরু হল কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়, গরমে পিছিয়ে নেই উত্তরবঙ্গের সমতলের জেলাগুলিও। আবার দক্ষিণবঙ্গের ৮টি জেলায় ১৬-১৯ মে তাপপ্রবাহেরও সম্ভাবনা রয়েছে। অলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, রবিবার থেকে পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, পুর্কুলিয়া, বাকুড়া, ঝাড়শাল এবং পশ্চিম মেদিনীপুরে তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা রয়েছে। চলবে তোমার পর্যটন। এই জেলাগুলিতে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে পাঁচ ডিগ্রি বেশি থাকবে। আগামী চার দিনের জন্য ওই জেলাগুলিতে তাপপ্রবাহের হব্দু সতর্কতা জারি করা হয়েছে।গরমে পিছিয়ে থাকবে না উত্তরবঙ্গও। আগামী কয়েক দিন উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও তাপমাত্রা ৪-৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাবেবে। শনি ও রবিবার তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে মালদা এবং দক্ষিণ দিনাজপুর। এই দুই জেলার কোনও কোনও জায়গায় তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রির বেশি থাকতে পারে। আগামী কিছু দিন দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া থাকবে শুষ্ক। মঙ্গল বার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৯.৯ ডিগ্রি লসিয়া, যা স্বাভাবিকের থেকে ২২ ডিগ্রি বেশি। জোয়ার-সকাল ০৭টি ৫৫মিনিট এবং রাত ০৭টা ৫০ মিনিট। ভাটা-সকাল ১০টা ৫০মিনিট এবং রাত ১০টা ৫০মিনিট। সূর্যোদয় ঃ সকাল ৫টা ০৪মিনিটে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ০৪মিনিটে।

উচ্চ মাধ্যমিকের বৃত্তিমূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রীর



দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ মে : উচ্চ মাধ্যমিকের বৃত্তিমূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পড়ুয়াদের শুভেচ্ছা জানানলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, উচ্চ মাধ্যমিকের বৃত্তিমূলক বা ভোকেশনাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সকল ছাত্রছাত্রীকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। তোমাদের অভিভাবক ও শিক্ষকদেরও জানাই আমার অভিনন্দন। যারা কোনো কারণে ভালো ফল করতে পারেনি, তাদের মন খারাপ না করে ভবিষ্যতে যাতে ভালো হয় তার প্রস্তুতি নিতে বলব। স্টেপ করলে ভালো হবেই। তোমাদের সবার আগামীদিন দিনগুলি আরো সাফল্যমন্ডিত হোক-এই প্রার্থনা করা।

দক্ষিন কলকাতার তিনটি বাজারে হানা টাঙ্ক ফোর্স-র

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ মে : খোলা বাজারে মাছ ও সজির দামের উপরে নজরদারিতে রাজ্য সরকারের গঠিত বাজার দর নিয়ন্ত্রন সংক্রান্ত টাঙ্ক ফোর্স এর সদস্যরা আজ দক্ষিন কলকাতার তিনটি বাজারে হানা দেয়। টাঙ্ক ফোর্সের সদস্য রবীন্দ্রনাথ কালোর নেতৃত্বে তারা ভবানীপুর বদ্যুবাবুর বাজার, গড়িয়াহাট বাজার ও লেক মার্কেট এ গিয়ে ফ্রেতা বিক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলে জিনিসপত্রের দাম খতিয়ে দেখেন। কোথাও সংজ্ঞ ও মাছের দাম বেশি থাকায় টাঙ্ক ফোর্সের তরফে তাদের সতর্ক করে দেওয়া হয়। কালোবাজারি কোনভাবেই বরদাস্ত করা হবে না বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

৮০০ হোমগার্ড নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ মে : রাজ্য সরকার বিদ্যাসাগর সেতুর দ্বিতীয় দফার সংস্কার ও মেরামতির প্রস্তুতির অঙ্গ হিসাবে অস্থায়ী ভিত্তিতে ৮০০ হোমগার্ড নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই মর্মে কলকাতা পুলিশের পাঠানো প্রস্তাবে স্বরাষ্ট্র দফতর হাডপত্র দিয়েছে। এই নিয়োগের জন্য ৯ কোটি টাকার কিছু বেশি ব্যয় বরাদ্দ ধার্য করা হয়েছে। বিদ্যাসাগর সেতুর দ্বিতীয় পর্যায়ের সংস্কার ও মেরামতির কাজ শুরু হলে, কলকাতা শহরের একটা বড় অংশজুড়ে যানজটের আশঙ্কা রয়েছে। তাই যান নিয়ন্ত্রণের জন্য বিপুল সংখ্যক পুলিশকর্মী প্রয়োজন হবে। তাই এই বাডতি হোমগার্ড নিয়োগের সিদ্ধান্ত বলে জানা গেছে।

মাউন্ট এভারেস্ট অভিযানে গিয়ে এক পর্বতারোহীর

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ মে : মাউন্ট এভারেস্ট অভিযানে গিয়ে রাজ্যের এক পর্বতারোহীর মৃত্যু হয়েছে। তার নাম সুরত ঘোষ। তিনি নদীয়ার রানাঘাট পুরসভা এলাকার বাসিন্দা। পেশায় শিক্ষক সূত্রত বাবু লায়ন্স ক্লাব অফ রানাঘাট ওয়েস্ট এর সক্রিয় কর্মী। সুধবার এভারেস্ট জয় করার পরে প্রায় ১৭ ঘণ্টা নিখোঁজ ছিলেন তিনি। গতকাল সার্মিট পয়েন্ট এর কাছে তার মৃতদেহ পাওয়া যায় বলে ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। তার সঙ্গে থাকা রুপ্পা দাস কে অসুস্থ অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে।

জয়নগরে পদযাত্রা ও আলোচনা সভার মধ্যে দিয়ে জাতীয় ডেঙ্গু দিবস পালন করা হলো শুক্রবার

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ১৬ মে : জাতীয় ডেঙ্গু দিবসকে সামনে রেখে সারা জেলার সাথে জয়নগর এক ও দুই নম্বর ব্লকে পালন করা হলো ডেঙ্গু সচেতনতা



শিবির।এদিন জয়নগর এক নম্বর ব্লক প্রশাসন ও পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে জয়নগর এক নং ব্লকের বহুতু ক্ষেত্র গ্রাম পঞ্চায়েত, হরিনারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, রাজাপুর কল্যবেণ গ্রাম পঞ্চায়েত, উওর দুর্গাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, শ্রীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত,দক্ষিন

দক্ষিণবঙ্গে ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস, কমবে তাপমাত্রাও

কলকাতা, ১৬ মে : কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। সেই সঙ্গে গাঙ্গেয় বঙ্গে তাপমাত্রাও বেশ খানিকটা কমবে বলে আশা করা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার রাতে কলকাতা এবং শহরতলির কোথাও কোথাও হালকা বৃষ্টি হয়েছে। শুক্রবারও রাত-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এই আবহাওয়া থাকতে পারে সোমবার পর্যন্ত। তবে, ভাপসা গরম এখনও রয়েছে কলকাতায়, একই রকম আবহাওয়া শহরতলিতেও। মাঝেমধ্যে দমকা হাওয়া খানিকটা স্বস্তি দিচ্ছে। শুক্রবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.১ ডিগ্রি বেশি। আগামী ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুরে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সঙ্গে ঘণ্টায় ৬০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। বাকি জেলাগুলিতে হাওয়ার বেগ থাকবে ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার। একই পূর্বাভাস রয়েছে শনিবার এবং রবিবারের জন্যেও।

দমদম ক্যান্টনমেন্টের কাছে তরুণীর বস্তাবন্দি দেহ উদ্ধার

দূরন্ত বার্তা,কলকাতা, ১৬ মে : দমদম ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনের কাছে রেলগেট সংলগ্ন এলাকায় শুক্রবার অজ্ঞাতপরিচয় এক তরুণীর মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, এদিন সকালে ওই রেলগেটের কাছে যেখানে আবর্জনা ফেলা হয়, সেখানে বস্তাবন্দি অবস্থায় অর্ধদঙ্গ ওই দেহাটি পড়েছিল। যে রাত্তায় এই বস্তাবন্দি দেহ উদ্ধার হয়েছে, সেখানে মানুষের যাতায়াত আছে। কিন্তু, তারমধ্যে কীভাবে এই ঘটনা ঘটা তা নিয়ে শুরু হয়েছে চাপানউতোর। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। আসেন পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। আশেপাশে যে বাড়িগুলি রয়েছে সেগুলির সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। শুরু হয়েছে তদন্ত।

প্রয়াত ক্রীড়া সম্পাদক ধীমান দত্ত, শোকের ছায়া ক্রীড়া সাংবাদিক মহলে

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ মে : প্রয়াত বিশিষ্ট ক্রীড়া সম্পাদক তথা ক্রীড়া সাংবাদিক ধীমান দত্ত। শুক্রবার দুপুরে সন্টলেকের বাড়িতে প্রয়াত হয়েছেন তিনি। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর। কয়েক দশক ধরে রাজ্যের একটি দৈনিক পত্রিকার ক্রীড়া সম্পাদক পদের গুরুদায়িত্বে ছিলেন তিনি। ধীমান দত্তর আপোষহীন কলম, সুনিপুণ লেখনী পাঠক সমাজে সমাদৃত হয়েছিল। দশকের পর দশক হাতে ধরে তৈরি করে গিয়েছেন অসংখ্য ক্রীড়া সাংবাদিককে। উল্লেখ্য, ধীমান বাবুর পিতা মুকুল দত্ত-ও ছিলেন খ্যাতিমান ক্রীড়া সাংবাদিক। কালকাতা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের সক্রিয় সদস্য ছিলেন ধীমান বাবু। কয়েক মাস আগে অসুস্থ শরীর নিয়েও ক্লাবে এসেছিলেন তাঁর বাবার নামাঙ্কিত মুকুল দত্ত ক্রীড়া সাংবাদিকতা কর্মশালায়। ক্লাবের তরফে এক বিবৃতিতে ধীমান দত্তর প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করা হয়েছে।

রাজ্যে ১২টি আধুনিক অটোমেটেড টেস্টিং স্টেশন তৈরি করা হবে

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ মে : গাড়ির যান্ত্রিক ট্রুটি ও দূষণ পরীক্ষার জন্য রাজ্যে ১২টি আধুনিক অটোমেটেড টেস্টিং স্টেশন -এটিএস তৈরি করা হবে। এই কেন্দ্রগুলিতে গাড়ির যান্ত্রিক ও দূষণ সংক্রান্ত সব ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হবে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হলে গাড়ির ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদান হবে না। প্রাথমিক ভাবে মুর্শিদাবাদ, পুরুলিয়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিম ও পূর্ব বর্ধমান, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, বীরভূম, মাদনহ ও দার্জিলিং-এই ১২টি জেলায় এটিএস স্থাপন করা হবে বলে পরিবহন দফতর সূত্রে জানা গেছে। রাজ্যে ৫৭টি স্থানে ম্যানুয়াল টেস্টিং হয়। নতুন এটিএস চালু হলে, সংশ্লিষ্ট ১২ জেলার গাড়িকে বাধ্যতামূলক তাদের জেলায় এটিএসে পরীক্ষা করাতে হবে। অন্য জেলা থেকে গাড়ির মালিক নিকটস্থ এটিএসে যেতে পারবেন।

পুলিশ অনেকটাই সংযম দেখিয়েছে, বললেন জাভেদ শামিম



দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ মে : বিকাশ ভবনের বাইরে চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ওপর পুলিশের লাঠিচার্জের ঘটনায় মুখ খুললেন এডিজিপি জাভেদ শামিম। শুক্রবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেছেন, সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর অনেক শিক্ষক তাদের চাকরি হারিয়েছেন। শিক্ষকরা আন্দোলন করছেন, গতকাল সকালে, বিকাশ ভবনের সামনে বিশাল জনতা জড়ো হয়েছিল। তারা উত্তেজিত হয়ে ব্যারিকেড ভেঙে বিকাশ ভবনের প্রাঙ্গণে প্রবেশের চেষ্টা করেছিল। পুলিশ তাদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তারা কোন কথা শোনেনি... তারা গেট ভেঙে অনেক ক্ষতি করেছে। এডিজিপি বলেছেন, বিকাশ ভবনে শিক্ষক দফতরই নেই। মোট ৫৮টি বিভাগ আছে এবং সেখানে ৫০০ জনেরও বেশি কর্মচারী কাজ করেন। আমরা ভেবেছিলাম, একটি বন্ধুত্বপূর্ণ সমাধানে পৌঁছানোর জন্য তাদের সাথে আচরণ করার সময় আমাদের চরম সংযম এবং সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। অফিসের সময় বিকেল ৫,৩০ টায় শেষ হয়, কর্মীরা চলে যেতে চেয়েছিলেন। বিক্ষোভকারীরা অন্যদিলে যে কাউকে বের হতে দেওয়া হবে না... তারা গেট তালো দিয়ে দিল... আমরা বিকেল ৫,৩০ টা থেকে তাদের সঙ্গে আলোচনা করছি, যা তার ৬,৩০ টা পর্যন্ত চলে। পুলিশ তাদের অনুমোদন করছিল, আন্দোলন চালিয়ে যেতে কিন্তু সরকারি কর্মচারীদের চলে যেতে দিতো। কর্মচারীরা এক ধরনের ঘরোা অবস্থায় ছিল... তাই শেষ পর্যন্ত আর কোনও উপায় না পেয়ে পুলিশ একটা উপায় বের করার চেষ্টা করল। আন্দোলনকারী পুলিশকে লক্ষ্য করে পাথর এবং গ্লাসিকের বোতল ছুঁড়তে শুরু করল... সংঘর্ষ শুরু হল... ন্যূনতম প্রয়োজনীয় বলপ্রয়োগ করা হল... কর্মচারীদের বাড়ি পাঠানোর পুরো উদ্দেশ্য। একজনের অবস্থা একটি গুরুতর, আমরাের সামান্য আঘাত লেগেছে, এবং এখনও পর্যন্ত প্রায় ১৯ জন আহত হয়েছেন বলে আমরা জানতে পেরেছি।

বারাশত গ্রাম পঞ্চায়েত, জাস্কািয়া গ্রাম পঞ্চায়েত, নারায়ণীতলা গ্রাম পঞ্চায়েত সহ একাধিক পঞ্চায়েত এলাকায় ডেঙ্গু সচেতনতা মিছিল বের হয়। যাতে আশা কর্মী,স্বাস্থ্য কর্মী সহ পঞ্চায়েত কর্মী,সদস্য ও সাধারণ মানুষ অংশ নেন।এলাকাতে কোঁরা আবর্জনা মুক্ত করতে,বদ্ধ জায়গায় জল একই ভাবে ফেলে না রাখতে, মশা মাছির উপদ্রব কমাতে,বারি আশে পাশের জলনিকশী নালা পরিষ্কার রাখার আবেদন করা হয়। জয়নগর ২ নং ব্লক প্রশাসন ও পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে এদিন নিমণীঠ বিডিও অফিসের মিটিং হলে ডেঙ্গু সচেতনতা বিষয়ক আলোচনা সভা হয়ে গেলা। যাতে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর ২ নং বিডিও মনোজিত বসু, জয়েন্ট বিডিও কৌশিক সাহা , জয়নগর ২ নং ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা।বিপুল মজুমদার সহ আরো অনেকে।এ দিন ডেঙ্গু সচেতনতা মূলক কাজ কিভাবে করতে হবে সে বিষয়ে আলোচনা করা হয় এই সভায়।উক্ত আলোচনা সভায় আশা কর্মীরা অংশ নেন।এদিন নিমণীঠ এলাকায় ডেঙ্গু সচেতনতা মূলক পন্যাত্রায় অংশ নেন ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক সহ একাধিক স্বাস্থ্য কর্মীরা।

নৈহাটিতে কিশোরকে পিটিয়ে খুন, অভিযুক্তের ভাটিখানায় আশুণ

দূরন্ত বার্তা, নৈহাটি, ১৬ মে : ৪ গাছ থেকে আম পাড়া হয়েছে এই সন্দেহে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এক কিশোরকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ ওঠে উত্তর ২৪ পরগনার নৈহাটির শিবদাসপুর থানার আটিসারা গ্রামে। এই ঘটনাকে ঘিরে শুক্রবার ফের উত্তাল হয়ে উঠল গোটা এলাকা। এদিন সকালে অভিযুক্ত ফুরাদ মণ্ডলের বাড়িতে বিক্ষোভ দেখান নিহত সুদীপ্ত পণ্ডিতের পরিবারের লোকজন এবং এলাকাবাসী।

আমবাগানের ভাটিখানায় আশুণ ধরিয়ে দেওয়া হয়। অভিযুক্তকে তাদের হাতে তুলে দিতে হবে, এই দাবিতে শুরু হয় থানা মেরাও। উত্তেজনা থাকায় এলাকায় বিপুল সংখ্যক পুলিশ

মোতায়েন করা হয়েছে। কিশোরকে পিটিয়ে খুনের ঘটনায় বৃহস্পতিবারই অভিযুক্ত আমবাগানের মালিককে



শ্রেফতার করেছে পুলিশ। বারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি নার্য গগৈশ বিশ্বাস জামিৎসেরে, মৃতের নাম সুদীপ্ত পণ্ডিতের (১৮) বাড়ি বীজপুরের কাঁচরাপাড়া বাসন্তীতলা এলাকায়। আটিসারা গ্রামে মামার বাড়িতে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান উপলক্ষ্যে

ধৈর্য ধরেছিল পুলিশ কিন্তু আন্দোলনকারীরা সরেননি, প্রতিক্রিয়া সুপ্রতিম সরকারের

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ মে : ৪ বাধ্য হয়েই বলপ্রয়োগ করা হয়েছে, সংযত ও থেকেছে পুলিশ। চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ওপর লাঠিচার্জ প্রসঙ্গে শুক্রবার এই মন্তব্য সরলেন এডিজি দক্ষিণবঙ্গ সুপ্রতিম সরকার। বৃহস্পতিবার রাতে বিকাশ ভবনের সামনে লাঠিচার্জের প্রসঙ্গে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করে সুপ্রতিম সরকার বলেছেন, ‘ প্রথম থেকেই সংযত ছিল।’’ কেন লাঠিচার্জ করল পুলিশ,

তারও ব্যাখ্যা দিয়েছেন তিনি। তাঁর কথায়, ‘ দিন ধরে চাকরিহারা আে দালনকারীরা পালা করে বিকাশ ভবনের সামনে শান্তিপূর্ণ অবস্থান করছিলেন। পুলিশ-প্রশাসন সহযোগিতা করেছে। তবে গতকাল পরিস্থিতি পাল্টে যায়। চাকরিহারাদের একাশ্রয় ব্যারিকেড ভেঙে বিকাশ ভবন চত্বরে ঢোকার চেষ্টা করেন। জোরপূর্বক ভেতরে ঢোকার চেষ্টা হয়। পুলিশের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কিও করা হয়। সুপ্রতিম

গিয়েছিল সুদীপ্ত। পরে পরিবারের আরও দুই-তিন জন নাবালককে নিয়ে পাশের একটি আম বাগানে আম কুড়াতে গিয়েছিল সে। আম বাগান পাহারা দিচ্ছিল ফুরাদ। সে সুদীপ্তদের দেখে ফেলে এবং আম পেড়েছে এই সন্দেহে তাড়া করে ধরে ফেলে। বাকি বন্ধুরা অবশ্য পাগিয়ে যায়। অভিযোগ, সন্দেহের বশে ফুরাদ সুদীপ্তকে এলোপাথাড়ি কিল চড় ঘুষি মারতে থাকে। এমনকী তার বুকে ঘুষিও মারে বলে অভিযোগ। মারের চোটে লুটিয়ে পড়ে সুদীপ্ত। পরে তাকে উদ্ধার করে নৈহাটি স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

গোয়েন্দা বিভাগের তথ্য পেয়ে ডানকুনির মনোহরপুরে গ্রেফতার বাংলাদেশি

দূরন্ত বার্তা, ডানকুনি, ১৬ মে : ৪ গোয়েন্দা বিভাগের তথ্য পেয়ে ডানকুনির মনোহরপুর এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয় মহম্মদ সাহাদাত হোসেন নামে এক ব্যক্তিকে। হাবরার পর এবার হুগলির ডানকুনি। ডানকুনি থেকে গ্রেফতার এক বাংলাদেশি। শুক্রবার তাকে শ্রীরামপুর আলালতে পেশ করা হয়।

পুলিশ সূত্রে খবর, বাংলাদেশের সাতক্ষীয়ার বাসিন্দা সাহাদত হোসেন ২০২০ সালে ভারতে আসেন টুরিস্ট ভিসায়। কিন্তু সেই ভিসার মেয়াদ ছিল তিন মাস। কিন্তু, তিন মাসের সময়সীমা পার হওয়ার পরেও তিনি ভারতে থেকে যান। ডানকুনির মনোহরপুরে একটি ভাড়া বাড়িতে থাকত সাহাদাত। এলাকায় পরিচিতিও

গড়ে তুলেছিলেন সাহাদত। কিন্তু, তিনি যে এতদিন অবৈধভাবে ভারতে থাকছিলেন তা জানতে পেরে হতবাক এলাকার লোকজনও। বৈআইনিভাবে ভারতে বসবাসের স্পষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতেই তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিশ। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে তাঁর পাসপোর্ট।

ব্রতচারী গ্রামে আয়োজিত গুরুসদয় দত্তের জন্মদিনে আলোচনা চক্র



দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ মে : ৪ গুরুজী অর্থাৎ গুরুসদয় দত্তের ব্রতচারী আন্দোলন ছিল একটি যুব আন্দোলন। সেখানে শৃঙ্খলা, চরিত্র ,মূল্যবোধ ,শরীর শিক্ষা একসঙ্গে শেখানো হতো। সেই আন্দোলন পরবর্তীকালে যুব আন্দোলনকে কতখানি প্রভাবিত করেছে এ বিষয়ে অনুসন্ধান করতে বাংলায় ব্রতচারী সমিতি তার সহযোগী সংস্থা দক্ষিণী সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র , প্রতিভূ ভিসনঅফ নিউ এজ , ঠাকুরপুকুর -প্রচেষ্টা ও ঠাকুরপুকুর -নিকনের সহযোগিতায় একটি আলোচনাচক্র আয়োজন করেন ব্রতচারী গ্রামে (পুরনো প্রাইমারি স্কুলের প্রাঙ্গনে) গুরুসদয় দত্তের জন্মদিনে দশই মে। এই আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন প্রাক্তন সমাজ কল্যাণ আধিকারিক ,প.ব,প্রদীপ বারুই ,কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়ামের তত্ত্বাবধায়ক উত্তর দীপক বড়পাণ্ডা ও ব্রতচারী বিদ্যাস্রমের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক অসিত কুমার ঘোষ। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও লেখক স্বপন মুখোপাধ্যায় , সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ব্রতচারী গ্রামের অপরসচিব ডঃ বিজন মন্ডল। বক্তারা বিভিন্ন দিক থেকে ব্রতচারী আন্দোলনে গুরুজীর বক্তব্য এবং তার প্রকাশ ভঙ্গিমা তত্ত্বগতভাবে এবং বাস্তবে কতখানি পরবর্তীকালে যুব আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছে সে বিষয়ে অনুপূঙ্খ পর্যালোচনা করেন। প্রথম বক্তা শ্রী প্রদীপ বার্নাই যুব আন্দোলন পরবর্তীকালে কেনন ভাবে পরিবর্তিত হয়ে নাট্য আন্দোলন ,সংস্কৃতি আন্দোলন এমনকি রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়েছে তার একটি বিশদ বিবরণ তুলে ধরেন । ডঃ বড়পাণ্ডা ব্রতচারী দর্শনের মধ্যে যে আন্দোলনের কথা বলা আছে সেটিকে প্রকাশ করার চেষ্টা করেন। পরবর্তী বক্তা অসিত ঘোষ পৃথিবীর যুব আন্দোলনের সঙ্গে ব্রতচারী আন্দোলনের যোগসূত্র খোঁজার চেষ্টা করেন । সভাপতি স্বপন মুখোপাধ্যায় সকলের বক্তব্যের সংক্ষিপ্তসার সুন্দর করে প্রকাশ করে ব্রতচারী আন্দোলনের মধ্যে কতখানি আধুনিকতা ছিল সেটি তুলে আনেন ।

লেনিনগড় শিক্ষা নিকেতন বিদ্যালয়ে স্কিল ডেভলপমেন্ট সামার ক্যাম্প

দূরন্ত বার্তা, নববারাকপুর, ১৬ মে : ৪ গরমের ছুটিতে লেনিনগড় শিক্ষা নিকেতন হাই স্কুলের কমিউনিকেটিভ ইংলিশ স্মার্ট ল্যাব এর অভিনব সামার ক্যাম্প হল শুক্রবার সকালে বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীর পড়ুয়াদের নিয়ে বিদ্যালয়ের তৃতীয় তলো স্মার্ট স্কিল এর ঘরে। ড় ঘটনার বিশেষ কর্মসূচিতে ছিল ইংরেজিতে কথা বলা, হাতের লেখা কর্মশালা , প্রশ্নোত্তরে গল্প বলা, গ্রুপ ডিসকাসন, নটক কর্মশালা, মুভি শো, পোস্টার তৈরি, বৃক্ষ রোপন ইত্যাদি। ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক স্বপন কুমার রাঘ, স্মার্ট স্কিলের কর্ণাল ও মোটিভেটর নবরুপা ডাওয়ালা জয়িতা দাস, শিক্ষক সুবিনয় দাস, দীপক মন্ডল প্রমুখ। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক স্বপন কুমার রাঘ জানান গরমের ছুটিতে বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীর পড়ুয়াদের নিয়ে কমিউনিকেটিভ ইংরেজি স্মার্ট ল্যাব তত্ত্বাবধানে ইংরেজি ভাষায় কথা বলা, হাতের লেখা শেখার, প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে গল্প বলার দক্ষতা বাড়াতে তিন ঘণ্টার বিশেষ অভিনব কর্মসূচি পালন করা হয়। এই প্রখর গরমে ছেলে মেয়েদের মধ্যে পড়াশোনার উৎসাহিত করতে এই সামার ক্যাম্প এর আয়োজন।

মাধ্যমিক,উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের সংর্বধনা



মতিয়ার রহমান, উলুবেড়িয়া,১৬ মে : ২০২৫সালে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভালো ফল করার জন্য উলুবেড়িয়া ১নং ব্লক প্রশাসন ও উলুবেড়িয়া ১নং পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে পুরস্কৃত করা হল। শুক্রবার বিকেলে উলুবেড়িয়া ১নং ব্লকের মিটিং হলে এই অনুষ্ঠানে উলুবেড়িয়া ১নং ব্লকের মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানার্থিকারিকে ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে পুরস্কৃত করা হয়। পুরস্কৃতের মূল্যে উল্লেখ্যযোগ্য হলো এবারের উলুবেড়িয়া ১নং ব্লকের কন্যাস্ত্রী মডেল মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৯২শতাংশ প্রাপ্ত দক্ষিণ রামচন্দ্রপুর হাইস্কুলের রুকসার খাতুন। পুরস্কার পাওয়া ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কেউ ডা .কেউ ইঞ্জিনিয়ার সহ বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত করার লক্ষ্য। বক্তব্যে উলুবেড়িয়া ১নং বিডিও উপস্থিত প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীদের ভালো মানুষ হবার পারামর্শ দেন, এবং প্রত্যেক কে সম্মান করার আহ্বান জানান। এবারের এই প্রথম অনুষ্ঠানে কাশমুল হাইস্কুল, শ্রীকৃষ্ণ পুর,বিরশিবপুর,কার্দিয়া খালি,সমরক,রনমহল কোরানীয়া হাইস্কুল থেকে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীরা পুরস্কৃত হয়। উল্লেখ্য উলুবেড়িয়া ১নং ব্লকের পক্ষ থেকে এই ধরনের অনুষ্ঠান এই প্রথম অনুষ্ঠিত হলো। উপস্থিত ছিলেন উলুবেড়িয়া ১নং ব্লকের বিডিও এইচ এম রিয়াজুল হক,যুগ্ম বিডিও লিপিকা রায়, উলুবেড়িয়া দক্ষিণ চক্র অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক সুরাজ মন্ডল,উলুবেড়িয়া ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অতীন্দ্র শেখর প্রামানিক,সহ সভাপতি সাহানা মল্লিক, জেলা প্রশাসনের সদস্য বিশিষ্ট শিক্ষক সেখ নূর সালাম,ধুলিসিমলা পঞ্চায়েত প্রধান গোপীনাথ বন্য়ার্জি,সহ একাধিক পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ ও পঞ্চায়েত প্রধান ও বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও অভিভাবকবৃন্দ।

দুর্দম্মা হলে দায়িত্ব নেয়া না টিপেদারা। সামাজিক সুসম্মর বলাই নেই। তাদের দাবী পূরন না হলে কাজ বন্ধ থাকবে বলে হুম্মারি দেন শ্রমিকরা। এই প্রসঙ্গে উত্তরপাড়া পৌরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব জানানলেন। এই যে ব্যাপারটা আমি তো জানি না ওরা কিছুই জানাযনি। ওদের যদি কোন সমস্যা থাকে ওরা আমার কাছে এসে ববুকে বা বোব্বোে কাছে বলুক এইভাবে কাজ বন্ধ করে সমস্যার সমাধান হয় না।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দূরন্ত বাৰ্তা

৩০ বৰ্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ১৬৬ সংখ্যা শনিবার ২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

গ্রামীন কলকাতার স্মৃতি

চল্লিশ বিয়াল্লিশ ডিগ্রি গরম আমাদের হোটবেলায় পড়ত কিনা আজ আর মনে পড়ে না। পুরোনো বাড়ির মোটা ইটের গাথনি, লাল ঢালাই মেঝে, জানলায় সুতির পর্দা - নরম অথচ ঘর অন্ধকার করা, বাড়ির আশেপাশে গোটা দুয়েক পুকুর আর বিরাট বিরাট প্রাচীন গাছের জয়া; এই সব মিলিয়ে গরম কালটা তেমন টের পেতাম না। বেলায় স্নান সেরে চন্দন মাখলে যেকোনো বাজার চলতি পাউডারের থেকেও ঠাণ্ডা হত গা। পুরোনো দিনের পাখা ঘচঘট আওয়াজ ভুলে ঘুরত, ঠাণ্ডা মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে শুয়ে তপ্ত দপূরের তাত গায়ো লাগত না। সন্ধ্যা বেলা পড়তে বসলেই ক্যরেট অফ, পুকুরের দিকের জানলা দিয়ে দিবি ঠাণ্ডা হাওয়া আসত, আর আসত গন্ধরাজের সুগন্ধ। রাত আর একটু গড়ালে দোতলার ছাতে গিয়ে দাঁড়ালে চোখে পড়ত নারকেল গাছের পাতায় বাতাস লেগে দুলুনির সাথে লক্ষ তারার লুকাচুরি। চাঁদের প্রাচীন পুকুরের জলে পড়ে পিছলে যেত, দূরে রেললাইন ধরে আলোর রেখা দেখলে বুঝতে পারতাম রাতের ট্রেনে ঘরে ফিরছে সবাই। সেই সময় মিছরি মৌরির শরবত ছিল নিত্যদিনের জিনিস। বিকেলবেলা স্কুল থেকে ফিরে, কিংবা গরমের ছুটিতে দুপুর বেলা এক চটকা ঘুমিয়ে উঠে ঘটিতে ভেজানো মিছরি মৌরির শরবত যে কী ভালো লাগত। ভাতের পাতে আমঝোল হত রোজ, শেষপাতে খাওয়ার জন্য। বাড়ির গাছের কাঁচা আম, সকাল বেলা কুড়িয়ে এনে সেই দিয়ে। নিমপাতা ভেজে তাই দিয়ে আলুভাতে আর এই আমঝোল নাকি লু লাগা প্রতিরোধ করে। তেঁতুল দিয়ে হোট মাছের টক, পাথরের বাটিতে মজত রান্নাঘরের মিটসেফে। তেঁতুলের টকও গরম কালে খাওয়া ভালো, তাই। রবিবার করে সবাই যখন বাড়িতে থাকত, বেলপানা করত আমার ঠাকুমা। ঠাকুমার হাতেই শেষ বেলপানা খেয়েছি, প্রায় তের-চোদ্দ বছর আগে। সে স্বাদ ভোলার নয়। বিকেলের দিকে উঠোনে তিনটে হাঁচ জড়ো করে সেখানে আম পুড়িয়ে ভাজা মশলা-বিলুন দিয়ে আমপোড়ার শরবত করত বাবা। সন্ধ্যা হলেই কাল্‌বৈশাখীর মেঘ আসত পাথরের ওপারের আকাশ জুড়ে। তিনমাথার মোড়ের ক্লাবঘরের সামনে রবীন্দ্র নজরুল সন্ধ্যার জলসার জন্য পাতা ত্রিপলগুলো উড়িয়ে, তালগাছের মাথায় উল্টোনো বাবুইপাখির বাসগুলোতে দুলিয়ে একবুক ঠাণ্ডা বাতাস নিয়ে ইহইহ করে এসে পড়ত ঝড়, সাথে বৃষ্টি। জলসা সাদ্ধ হত, জুঁইফুলের মালা আর লাল পাড় সাদা শাড়ি পরা কিশোরীর অনুষ্ঠান বন্ধ হওয়ার দু খে মুখ ভার - মুদির দোকানের শেডের নিচে ভীড় জমত ছাতা ভুলে আসা মানুষগুলোর। তেলেভোজর দোকানি বাঁপ ফেলে পা বাড়াত পাথুর দিকে। আমার ঘরে বসে শুনতাম ঝড়ের আওয়াজ। লোডশেডিংয়ে হ্যারিকেনের আলোয় নিজের ছায়া দেখতাম, মা বলত ছায়া দেখলে শরীর খারাপ হয়। ঝড় থামলে ফানান থেকে বালতি ভরে কাঁচা আম, বেল কুড়িয়ে আনত বাবা-দাদারা। মা পান্ডা খেতে খুব ভালোবাসত। প্রায়ই ভাতের জল গলে রাতের গরমের দিনে। আলু ভাত, ডালের বড়া, কাঁচা পোস্ত বাটা বা আলুর চপ, মাছের টক দিয়ে সেই পান্ডা খেতাম আমরা। তখন হয়ত অত ভালো বাসতাম না। কিন্তু এখন ভীষণ ভালো লাগে। অথচ এখন খাওয়ার তেমন সুযোগই হয়না।

সঙ্গীত শিল্পী সাহানা দেবী

সাহানা দেবী (১৭ মে ১৮৯৭ , ৬ এপ্রিল ১৯৯০) ছিলেন একাধারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্নেহধন্যা বিশিষ্ট গায়িকা অন্যদিকে ছিলেন খাবি অরবিদের প্রিয় শিষ্য্য ও শ্রীমায়ের আদরিনী কন্যা। তিনি শিশুবয়স থেকেই গান গেয়ে মুগ্ধ করেছিলেন কবিগো। রবীন্দ্রনাথ তাকে বলেছিলেন; ‘তোমাকেই দেখলুম সংসারে থেকেও গান তোমার কাছে এত প্রিয়। মেয়েদের মধ্যে এটা কম দেখা যায়। তারা সংসার করতে বড্ড ভালবাসে।’ কবি তাঁর রচিত গানকে সাহানার কণ্ঠ মাধুর্যে সার্থক হয়ে উঠতে দেখে তিনি লিখেছেন; ‘তুমি যখন আমার গান কব্যা শুনেছ মনে হয় আমার গান রচনা সার্থক হয়েছে;যে গানে আমি যতখানি আছি ততখানি বুঝুও (সাহানা) আছে;।’
প্রথিতযশা রবীন্দ্রসঙ্গীতশিল্পী হিসাবে তিনি সেসময় নাইটিঙ্গেল অব বেঙ্গল নামেও ভূষিত হয়েছিলেন। সাহানা দেবীর জন্ম ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ১৭ মে ব্রিটিশ ভারতের অধুনা বাংলাদেশের ফরিদপুরের এক ব্রাহ্ম পরিবারের সাংগীতিক পরিমণ্ডলে। পিতা প্যারীমোহন গুপ্ত ছিলেন সিভিল সার্জন মাতা তরলা দেবী ছিলেন শেখবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের জ্যেষ্ঠা ভগিনী। সাহানা দেবীর ডাকনাম ছিল ‘বুঝু’। জ্যাঠামশাই কৃষ্ণগোপাল গুপ্ত ছিলেন তৎকালীন প্রখ্যাত আইসিএস। পিতামহ কালীনারায়ণ গুপ্ত ছিলেন সমাজসেবক, ব্রাহ্মধর্মের প্রচারক ও ব্রহ্মসংগীত রচয়িতা। কবি অভুলপ্রসাদ সেন ছিলেন তার পিসুভূতে দাদা। বুঝু’র দেড় বৎসর বয়সে পিতার মৃত্যু হলে তিনি মায়ের শ্রমে চলে আসেন কলকাতার রসা রোডে মামার বাড়িতে। মামারবাড়ির শিল্প, শিল্পী, সংস্কৃতি, স্বদেশপ্রেম ও সঙ্গীতে আলোকিত পরিবারে কেটেছে তার শৈশব ও কৈশোর। রবীন্দ্রনাথের প্রিয় ছাত্রী তার মাসিমা অমলা দাশই তার সংগীত জীলনের উৎস। ১৯০৫-০৬ খ্রিস্টাব্দে প্রথম কলকাতার ভবানীপুরে আট বৎসর বয়সে ‘কালমুগয়া’ নাটকে খষিকুমারের ভূমিকায় গান ও অভিনয় করেন বুঝু। কবিগুরুর কাছে গান শেখা ছাড়াও তিনি কবির ব্যবস্থাপনায় বিষ্ণুপুর ঘরানার পণ্ডিত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে তালিম নেন। তার কাছেই সাহানা স্বরলিপি দেখে গান করতে শেখেন। রবীন্দ্রনাথের ‘বসন্ত উৎসব’-এর গান তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় গেয়েছেন। ‘বিসর্জন’ ও ‘বসন্ত উৎসব’-এর আমার যাবার বেলা পিছু ডাকে ও যদি তারে নাই চিনি গো গান দু-খানি নিয়ে তার প্রথম রেকর্ড প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে তিনি যে কয়েকটি গান রেকর্ড করেছেন।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর



বৈদিক যুগ থেকে শুরু হয়েছিল ভারতীয় সভ্যতার বিকাশ। সেই বিকাশের স্রোত ধারা এখনও প্রবাহিত। এই ধারাকে অব্যাহত

সাধক রামপ্রসাদ



কালী ভক্ত সাধক রামপ্রসাদ সেন। তিনি শুধু চন্দ্র মা তাঁর গানটুকু শুনন তাহলে তিনি খুশি। তিনি সারা দিন ধরে মায়ের গান গেয়ে চলেছেন। সবাই তাকে মা কালী পাগল বলে ডাকে। তাতে সাধক রামপ্রসাদ সেনের কিছু যায় আসে না। তিনি গাছের তলায় বসে এক মনে মায়ের গান লিখে চলেছেন আর তাকে সুর দিয়ে তাঁর ভক্তদের শোনাচ্ছেন।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের যুক্ত বিপ্লবীদের সঙ্গে পরিচিতি হন কবি সুকান্ত

বিশেষ প্রতিবেদক

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যকে যাঁরা তাঁর জীবদ্দশায় দেখেছিলেন, পরবর্তী কালে তাঁদের সকলেই স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে জানিয়েছিলেন যে, তাঁর চেহারার মধ্যে এমন কোন বৈশিষ্ট্য ছিল না, যেটার সাহায্যে



তাঁকে দশজনের মধ্যে থেকে এক নজরে একজন কবি হিসেবে আলাদাভাবে চিহ্নিত করে নেওয়া যেতে পারে। সুকান্ত শ্যামবর্ণের দোহারা গড়নের মাঝারি আকৃতির মানুষ ছিলেন। তাঁর মাথায় ছিল একসারান চুল, আর সেই চুলেরই ভারে তাঁরা মাথটা যেন সামনের দিকে ঝুঁকে থাকত। বেশিরভাগ সময়ে তাঁর পরনে থাকত ধূতি, আর গায়ে থাকত শাট;যেটার হাত দুটো আবার কনুই পর্যন্ত গোটানো থাকত। ধূতির কোঁটা বাঁ হাতে ধরে, অথবা মালকোঁটা দিয়ে, রাস্তার একেবারে ধার ঘেঁষে হেঁটে চলাই তাঁর অভ্যাস ছিল। আর ঠিক এই পোশাকে, এভাবে, কলকাতার বেলেঘাটার ধূলি-ধূসর পথে এমনকেই সুকান্তকে তাঁর জীবদ্দশায় দেখেছিলেন। এছাড়া কখনো তাঁর হাতে ভাঁজ করা একটা কাগজ, অথবা কখনো একটা বই থাকত। রাস্তায় চলতে চলতে তিনি যেন আপন মনে কথা বলে উঠতেন, কিংবা হঠাৎ কোন কারণে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে;তঁর মুখে অন্য মনস্ক হাসি ফুটে রয়েছে। এছাড়া সুকান্তর আপাত চাকচিক্যহীন চেহারায় একটা অনমনীয়তা ছিল, ফলে চলাফেরার ভঙ্গিতে তাঁর মনের খজু ভাবটি স্পষ্ট হয়ে উঠত। কিন্তু তাঁর স্বভাব সাধারণতঃ কোমল

নেশাদার দরদী রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী সত্ত্বা ক্রমশ হারিয়ে গিয়ে পেশাদার শিল্পী তৈরি হচ্ছে

বিশেষ প্রতিবেদক

১৯৫৮ সাল। অল ইন্ডিয়া রেডিওর সুবাদে শ্রোতারা শুনতে পেলেন এক নতুন কণ্ঠ চমৎকার ব্যারিটোন, গলার স্ফুৰ্ণ কাজেও খুব দক্ষ। সাথে ভাবাবেগেও চমৎকার। এই তরুণই পরে হয়ে উঠলেন সর্বকালের সেরা রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীদের একজন। যার নাম সাগর সেন।



সাগর সেনের জন্ম ১৯৩২ সালের ১৫ মে, ফরিদপুরে। দেশভাগের সময় পরিবার পাড়ি জমায় কলকাতায়। সেখানে বরানগরে থাকতে শুরু করে তাঁর পরিবার। সাগর সেনের প্রাতিষ্ঠানিক সঙ্গীত শিক্ষার হাতেখড়ি হয় সেখানেই। সেসময় পঙ্কজ কুমার মল্লিক, দেবরত বিশ্বাসদের খুব ভালো সময় চলাছে। পাশাপাশি তরুণ গায়ক দের মধ্যে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়রা উঠে আসছেন। রবীন্দ্রনাথের কাছে সরাসরি শেখা কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্ররাও দারুণ গাইছেন। তাঁদের গান শুনতে শুনতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। অবশেষে

১৯৬৮ সালে। অল ইন্ডিয়া রেডিও-তে প্রচারিত হয় তাঁর কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত ‘আমি জেনেগুননে বিষ করেছি পান’ গানটি প্রচণ্ড জনপ্রিয়তা পায় এবং সাগর সেন রবীন্দ্রসঙ্গীতে হেমন্ত, চিন্ময়দের সমকক্ষ হয়ে ওঠেন।

১৯৭৪ সালে থামোফোন কোম্পানি অব ইণ্ডিয়ার ব্যানারে আসে তাঁর প্রথম লং প্লে রেকর্ড ‘পূজা ও প্রেম’ রেকর্ডের দুই পিঠে ছিল সাতটি ওকের মোট চোদ্দটি গান।একপিঠে পূজা পর্বের, আর এক পিঠে প্রেম গানের গান। রেকর্ডের ‘আমি জেনে শুননে বিষ করেছি পান’, ‘কতবারো ভেবেছিぬ আপনা ভুলিয়া’, ‘অলি বান্দীর ফিরে যাব’, ‘এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম’ গানগুলো ব্যাপক

বাসের নিয়ম ছিল যে, মাথাপিছু একটি শিশু বিনা টিকিটে যাত্রা করতে পারত, আর দু’জন শিশুর জন্য একটা টিকিটের দাম দিতে হত। তাই বাসে রসিকতা করে শিশু সুকান্তকে দেখিয়ে কন্ডাক্টরকে তাঁর পিতা বলেছিলেন যে ‘মনে কর না বাপু এ ছেলেটি অন্য একজনের সঙ্গে যাচ্ছে।’ তখন একথা শুনে সুকান্ত নাকি এতটাই ক্ষুব্ধ হয়ে ছিলেন যে, তখনই বাস থেকে নেমে সটান ঘরমুখো পদাতিক যাত্রা শুরু করেছিলেন। অথচ সুকান্তর মধ্যে বরাবরই সুন্দর একটা পরিহাসপ্রিয়তা ছিল। এজন্যই কথার ফাঁকে ফাঁকে ফুলঝুরির মত তাঁর চমক লাগানো সরস কথাগুলি ঝড়ে পড়ত। তখন মনে হত যে, দিনের পর দিন এমনি হেসে এবং হাসিয়ে যাওয়াটা তাঁর পক্ষে কঠিন কিছুই নয়। আর এই পরিহাসের ব্যাপারে তিনি কোনো বাদবিচার মানতেন না। নিজের বাড়ির বড়ি য়ি লক্ষ্মীর মাকে তিনি নাকি প্রায়শই সুর করে ‘যেখানে দেখিবি ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই, পেলেও পাইতে পারো অমূল্য রতন’ কীর্তন করে শোনাতে। আর তাঁর সুরের মোহে এই কথা গুলি যে কোন পদকর্তার রচনা নয়, এটা লক্ষ্মীর মা বুঝতে পারতেন না। ফলে তিনি ভাবে ঢুলু-ঢুলু হতেন, আর এই উপলক্ষ্যে সবাই তখন উজ্জ্বল আনন্দে হেসে উঠতেন। বাস্তবে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য এমনি সহজ আর সাধারণ মানুষ ছিলেন। নিজের ব্যবহারিক জীবনে তাঁর মধ্যে কখনো এমন কোন হাবভাব প্রকট হয়নি, যেটা দিয়ে তাকে একজন বিশিষ্ট কবি বলে ধরা যেতে পারত। তাতে শুধু একটা ব্যাপারের তাকে কিছুটা স্বতন্ত্র আর অস্বাভা বিক বলে মনে হত। সেটা ছিল কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি, আর কাজের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা। সুকান্ত পার্টির জন্য কি কঠোর পরিশ্রম করতেন, একথা তাঁর জীবনের সাথে পরিচিত প্রায় সব কলেই জানেন। আর তাঁর রোগের ইতিহাসের সঙ্গে এই পরিশ্রমের ইতিহাসটাও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কবি সুকান্তর ব্যক্তিগত জীবনে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা অনেক ভূমিকা ছিল। ফ্রান্সের কমিউনিস্ট নেতা গ্যুরিয়েল পেরির মতোই তিনি অনুরক্ত করেছিলেন যে, সারা দিনের মধ্যে সময় বিশেষ মাত্র পার্টির কাজ করে আরন্ধ বিপ্লবকে সমর্থন করা যাবে না। তাই তিনি অহরহ পার্টির কাজ ও চিন্তায় ব্যস্ত থাকতেন। শুধু এটুকুই নয়, পার্টির নেতাদের প্রতি শ্রদ্ধা, কাজের প্রতি নিষ্ঠা ও আদর্শের প্রতি

তাঁর অকুত্রিম বিশ্বাস ছিল। এহেন ব্যক্তির জীবনের শেষদিনগুলো কেমন কেটেছিল? এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা। এখনো পর্যন্ত কবির যতগুলো জীবনীমূলক গ্রন্থ লেখা হয়েছে, সেগুলো থেকে জানা যায় যে, দেশ ব্যাপী উদ্ভেজনার দিনগুলির মধ্যেই ১৯৪৬ সালের মাঝামাঝি সময় থেকেই সুকান্ত গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তবে এর আগেও তিনি সুস্থ ছিলেন না। নিজের অনাহারে রেখে দিনরাত এক করে পার্টির কাজ করবার জন্য এর আগেও তিনি বেশ কয়েকবার গুরুতর অসুস্থ হয়েছিলেন। এনাকি এসময়ে তিনি টাইফয়েড রয়েও আক্রান্ত হয়েছিলেন। তবে এবারে তাঁর এই অসুস্থতার গোড়ার দিককার ইতিহাস তিনি পরে নিজের বন্ধু অরুণচল বসুকে নিজেই একটি চিঠিতে জানিয়ে ছিলেন। এই চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, আমার খবর শরীর-মন দুই-ই দুর্বল। অবশ্রান্ত প্রবন্ধনার আঘাতে আঘাতে মানুষ যে সময় পৃথিবীর ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে ঠিক সেই সময় এসেছে আমার জীবনে। হয়তো এহাঁই মহত্তর সাহিত্য সৃষ্টির সময়। (ভয় নেই আঘাতটা প্রেম ঘটিন নয়।) আজ কাল অন্য দিকে কেবল হতাশার শকুনি উড়তে দেখছি। হাজার হাজার শকুনি ছেয়ে ফেলেছে আমার আকাশ। গত বছরের আগের বছর থেকে শরীর বিশেষভাবে স্বাস্থ্যহীন হবার পর আর বিশ্রাম পাই নি ভালমতে, একান্ত প্রয়োজনীয় বায়ু-পরিবর্তন ঘটেনি আমার সময় ও অর্পের অভাবে। পার্টি আর পরীক্ষার জন্যে উঠে দাঁড়ানোর পর থেকেই খাটতে আরম্ভ করেছি, তাই ভিতরে ভিতরে অনেক ফাঁক থেকে গিয়েছিল। হঠাৎ হৃদযন্ত্রের দুর্বলতায় শয্যা নিলুম।’ নিজের শারীরিক অসুস্থতার মধ্যেও পার্টির কাজ করে সুকান্ত ঠিক সেই মুহূর্তে শয্যা নিতেন যখন তাঁর মধ্যে ঘুরে বেড়াবার শক্তিতুকও আর অবশিষ্ট থাকত না। এরফলে ধীরে ধীরে তাঁর শরীর চূড়ান্তভাবে ভেঙে পড়বার দিকে এগিয়ে গিয়েছিল। যদিও তাঁর আত্মীয় সজ্জনেরা এ ব্যাপারটা তাঁকে কোনদিনই সাবধান করতে কুণ্ঠিত হন নি, কিন্তু যে সুকান্তঃ; ফ্রান্সে যা লেগে পুজি উঠেছে কয়েকটি কথা পৃথিবী মুক্ত-জগদগণ চূড়ান্ত সংগ্রামে জয়ী; তাঁর পক্ষে ঘরের কোণে, নিজের ভবুর শরীরের সামান্যতাকে আগলে, বিপ্লবের

ডাকে সাড়া না দিয়ে থাকা সম্ভব ছিল না। এসময়ে সুকান্তর শারীরিক অবস্থা নিয়ে কেউ তাঁকে তিরস্কার করলে, তিনি তাতে কান দিতেও রাজি হননি। কিন্তু এবারে অসুস্থ হওয়ার ক দিন পরেই একটি চিঠিতে এবিষয়ে নিজের ভুল স্বীকার করে তিনি লিখেছিলেন; ‘ডাক্তারের নিষেধ সত্ত্বেও ক-দিন ধরে খুব ঘোরাফেরা করেছি এখানে-ওখানে, যার ফলে কাল রাত্রিতে অনেক দিন পরে জ্বর এলো। তাই আমাকে এখন সাবধান হতে হবে; ডাক্তারের কথা মতো পরিপূর্ণ বিশ্রাম আমার দরকার। তাই আবার বন্ধ করে দিলুম সুস্থ লোকের মতো ঘোরাফেরা।’ আশা করছি দু-ব্যাপারেই তুঁই আমাকে নির্ণেয় মনে করবি।’ বিংশ শতকের চল্লিশের দশকের কলকাতায় কমিউনিস্ট কর্মীদের বিশেষ চিকিৎসা কেন্দ্র রেড-এড কিওর হোমে রেখে চিকিৎসা করারোর উদ্দেশ্যে ছাত্রনেতা অম্মদাশঙ্কর ভট্টাচার্য নারকেলডাঙার বাড়ি থেকে সুকান্তকে নিয়ে গিয়ে ছিলেন বলে জানা যায়। রেড-এড কিওর হোমে তখন পার্কসার্কাস অঞ্চলের ১০ নম্বর রাউডন স্ট্রিটে অবস্থিত ছিল। সেখানে পরিচিত সহকর্মীদের মধ্যে থেকে এবং পার্টির চিকিৎসকদেরদ্বারা চিকিৎসিত হয়ে সুকান্ত এরকম ভালোই ছিলেন। শুধু এসময়ে তাঁর মনোলোকে কোন স্খতি ছিল না। কেননা ইতিমধ্যে কলকাতার বুকে আত্মঘাতী দাঙ্গা শুরু হয়ে গিয়েছিল। সেবার শারদীয় ‘স্বাধীনতা’ পত্রিকার জন্য সুকান্ত ‘সেপ্টেম্বর ১৯৪৬’ শিরোনামের যে কবিতাটি লিখেছিলেন, তাতে দাঙ্গার ব্যাপারে তাঁর আন্তরিক বেদনা ও মানসিক চাঞ্চল্য খুবই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল বলে দেখা যায়। দাঙ্গার দিনগুলির মর্মান্তিক শব্দেও পরিহার করে কবিতাটির শেষে তিনি প্রার্থনা জানিয়ে ছিলেন; ‘জুলাই! জুলাই! আবার আসুক ফিরে।’ এছাড়া এসময়ে হিন্দু-মুসলমানের ভ্রাতৃত্বদ্বন্দ্বে প্রিয়মান তাঁর মনের আদ্রতা আরও গভীর ও অন্তর্স্পর্শী হয়ে নিজের বন্ধু ভূপেনকে লেখা ‘দেওয়ালী’র শুভেচ্ছার বিনিময়ে কবিতায় লেখা চিঠিটিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল বলেও দেখা যায়, ‘তোর সেই ইরেজিতে দেওয়ালীর শুভেচ্ছা কামনা পেয়েছি, তবুও আমি নিরুৎসাহে আজ অন্যমন্যা, আমার নেইকো সুখ দীপাষিতা লাগে নিরুৎসব, রক্তের কুয়াশা চোখে,

স্বপ্নে দেখি শব আর শব, এখানে শুয়েই আমি কানে শুনি আর্তনাদ খালি মুমূর্ষু কলকাতা কাঁদে, কাঁদে ঢাকা কাঁদে নোয়াখালী। সভ্যতাকে পিষে ফেলে সাম্রাজ্য ছড়া়় বর্বরতা এমন দুঃসহ দিনে ব্যর্থ লাগে শুভেচ্ছার কথা। তবু তোর রংচঙে সুমধুর চিঠির জবাবে কিছু আজ বলা চাই, নইলে যে প্রাণের অভাবে পৃথিবী শুকিয়ে যাবে, ভেঙ্গে যাবে রক্তের প্লাবনে।... এ দুর্যোগ কেটে যাবে, রাত আর কতক্ষণ থাকে? আবার সবাই মিলবে প্রত্যাসন্ন বিপ্লবের ডাকে আমার ঐশ্বর্য নেই, নেই রং, নেই রোশনাই শুধু মাত্র ছদ্ম আছে তাই দিয়ে শুভেচ্ছা জানাই। এছাড়া এই একই বন্ধুকে লেখা আরেকটি চিঠিতে এই হাসপাতালে সুকান্তর দিনগুলো কেমন কেটেছিল, সেটার একটা পরিষ্কার ছবি ও এসময়ে তাঁর মনের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য পাওয়া যায়। এই চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন; এবার আমার কথা বলি। তিন সপ্তাহ ধরে জ্বরে ভুগছি। গত এক সপ্তাহ ধরে পার্টির হাসপাতালে কাটাচ্ছি; আরো কতদিন কাটাতে হবে কে জানে। যদিও অম্মদাঙ্গা পার্কসার্কাস তবুও দাঙ্গা সংক্রান্ত ভয় নেই। এক রকম বৈচিত্র্যহীন ভাবেই দিন কাটছে, যদিও বৈচিত্র্যের অভাব নেই। অনন্ত সিং গণেশ ঘোষ ছাড়া পেয়ে আমাদের এখানে এসেছিলেন; সেই একটা বৈচিত্র্য। সে দিন ডাইনিং রুমে খাচ্ছি যাচ্ছি এমন সময় কারেরেড যশ্চী সেই ঘরে ঢুকে আমাদের খাওয়া পরীক্ষা করলেন। এটাকেও বৈচিত্র্য বলা যেতে পারে। তবে কাল আমার জীবনে সব থেকে রংবেরাি দিন গেছে। মুক্ত বিপ্লবীরা সদলবলে (অনন্ত সিং বাদে) সবাই আমাদের এখানে এসেছিলেন। অনুষ্ঠানের পর তাঁরা আমাদের কাছে এলেন আমাদের শুভেচ্ছা জানাতে। বিপ্লবী সুনীল চ্যাটার্জী আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। আর এক জন বিপ্লবী তাঁর গলার মালা খুলে পরিয়ে দিলেন আমায়। গণেশ ঘোষ বললেন; ‘আমি আপনাকে ভীষণ ভাবে চিনি।’ অম্বিকা চক্রবর্তী ও অন্যান্য বন্দীরা সবাই আমাকে অভিনন্দন জানালেন; আমি তো আনন্দে মুহুমান প্রায়। সত্যি কথা বলতে কি এতোখানি গর্বিত কোনো দিনই নিজেদের মনে করনি। ফ্রান্সে আর আমেরিকায় আমার জীবনী বেরুবে যে দিন শুনলাম সেদিনও ইরেজিতে দেওয়ালীর শুভেচ্ছা এত সার্থক মনে হয়নি আমার এই রোগজীর্ণ অশিক্ষিত জীবনকে। কাল সন্ধ্যার একটি ঘন্টা পরিপূর্ণতায় উপচে পড়েছিল।

লেখক ঃ রানা চক্রবর্তী।

পাঠকদের দরবার ‘কলকাতার হেরিটেজ’

শঙ্করলাল কর্মকার

এখানে যে লাল রঙের বাড়িটি দেখছেন, সেটি হলো বিদ্যাসাগর কলেজ, ঠনঠনিয়া কালীবাড়ি ও রীণা সিনেমা হলের নিকটে ও বিদ্যাপতি বিদ্যা মন্দিরের সংলগ্নে অবস্থিত। শ্রী হরি নিবাস। এটির ঠিকানা- ১৭৮এ-নং (পুরাতন নং- ৭২) মুক্তারাম বাবু স্ট্রিট। এই বাড়িটি ঠ নৈ নিয়া - চৌাব বাগানের



গৈশংওয়াল পরিবারের। কে.এম.সি. এর ওয়েবসাইটে প্রতিফলিত তথ্য অনুযায়ী এটি এখন সঞ্জয় কুমার, গণেশ প্রসাদ, শীতলা কল্ল, কমলা প্রসাদ ও অন্যান্য গৈশংওয়ালের কর্তৃত্বে। অতীতে এই প্রাঙ্গনে বস্তী ছিলো। সম্ভবত গত শতকের বিশের দশকে এই বাড়িটি ঘনশ্যাম দাস মারোয়াড়ি উদ্যোগে নির্মিত হয়। মধ্যবর্তী সময়ে এই বাড়িটি চ্যাটার্জি পরিবারের বাড়ি ছিলো, যেখানে নিয়মিত বার্ষিক জগদ্ধাত্রী পূজা হতো। বাড়িটির লাল ও সাদা রঙের সংমিশ্রণ এবং খিলান, দেওয়াল, কানিশ ও থামের উপর আর গ্রিলের

নকশা সহজে দৃষ্টিতে পড়ছে। কিন্তু এটির অতি সংক্ষিপ্ত পুরাতন কলকাতার গল্প সহজে দৃষ্টিতে পড়ে না। প্রসঙ্গত উল্লেখ করি, এই বাড়িটা চোরবাগান চ্যাটার্জী বাড়ির এক সন্তান নাম ছিল স্বর্গীয় হিন্দ চট্টোপাধ্যায় ওনার ছিল। ওনার এক ছেলে নাম ছিল কিশোর চ্যাটার্জী, ডনি Bengal Engi-

neering College– Shibpur , থেকে পাস করেন। ওনার জামাতা ছিলেন স্বর্গীয় দুর্গাদাস ব্যানার্জী যিনি নকশাল আমলের সময় B E College– Shibpur এর দর্দপ্তপ্রতাপ প্রিন্সিপাল ছিলেন। আমি স্বর্গীয় শৈল চট্টোপাধ্যায়কে নিজেসর চোখে দেখেছি চন্দ্রশেখর বাবু বাড়ির দুর্গাপুজোর সময়। ওনার অপর দুই ভাই এর বিখ্যাত দুই ভাই কীর্তন চট্টোপাধ্যায় জনপ্রিয় ছিল। চন্দ্রশেখর বাবু চোরবাগান চ্যাটার্জী বাড়ির গেটে শ্রী কিশোর চ্যাটার্জী নামের ফলক দেখতে পাবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য আছে।

শালিমার স্টেশনে বড় রদবদল

রোজই ট্রেন লেট হাওড়ায়! সমস্যা মেটাতে আমূল বদল, খরচ হবে ২০৬ কোটি

দূরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৬ মে : দক্ষিণ পূর্ব রেলো হাওড়া ডিভিশনে ট্রেন দেরিতে চলার অভিযোগ যাত্রীদের। বহু দূরপাল্লার ও লোকাল



ট্রেন ঠিক সময়ে চলে না। এই সমস্যা মেটাতে শালিমার স্টেশনকে আধুনিক করে গড়ে তোলা হচ্ছে। হাওড়া স্টেশনের ওপর চাপ কমবে, জানানো দক্ষিণ পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার। হাওড়া স্টেশনের বিকল্প স্টেশন হিসেবে শালিমার স্টেশনকে গড়ে তোলা হচ্ছে। কারন হাওড়া স্টেশনের ওপর চাপ ক্রমেই বাড়ছে। ট্রেনের সংখ্যা বেড়েছে। যাত্রীদের অভিযোগ

নির্ধারিত সময়ে ট্রেন চলে না। লোকাল ট্রেনের নিত্য যাত্রীরা সমস্যা পড়েন। ঠিক সময়ে অফিস কিংবা স্কুলে পৌঁছানো যায় না।

দূরপাল্লার বহু ট্রেন ঠিক সময়ে ছাড়ে না। নিত্য দিনের এই সমস্যা বলে জানান যাত্রীরা। রেলের লাইন সম্প্রসারণের করা হলেও সমস্যা মেটেনি। দক্ষিণ পূর্ব রেল সূত্রে জানা গেছেট্রেন সাফাই ও রক্ষণাবেক্ষনের জন্য হাওড়া থেকে সাতরাগাছি নিয়ে যেতে হয়। সেক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে। শালিমারে আধুনিক মানের কোচিং ট্রািপ তৈরি হচ্ছে।যাত্রার পাইলিং কাজের ভিত্তিপ্তর স্থান করতে

এসে দক্ষিণ পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার অনিল কুমার মিশ্র বলেন শালিমার স্টেশন থেকে বেশী ট্রেন চালানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এখানে কোচিং ডিপো করা হচ্ছে। বদ্পে ভারত, অমৃত ভারত ও অন্যান্য দূরপাল্লার ট্রেন এর রক্ষণাবেক্ষণ শালিমার থেকে হবে। ফলে হাওড়ার চাপ কমবে। ঠিক সময়ে ট্রেন চালানো সম্ভব হবে। আগামীদিনে শালিমার স্টেশন এর জন্য খরচ হবে ২০৬ কোটি টাকা। আগামী এক বছরের মধ্যেই কাজ শেষ হবে। এই প্রকল্পের কাজ কবে শেষ হবে কার্যত তার দিকেই তাকিয়ে আছেন যাত্রীরা। পূর্ব রেলের হাওড়া ডিভিশনের শত বর্ষ উপলক্ষ্যে রাজধানী এক্সপ্রেসের ইঞ্জিনকে নতুন ভাবে সাজানো হয়। পূর্ব রেলের হাওড়া ডিভিশনের ডিআরএম সঞ্জীব কুমার জানিয়েছেন হাওড়া ডিভিশনের শতবর্ষের বার্তা ট্রেনটি যেখানে যেখানে যাবে তা ছড়িয়ে দিতে এই নতুন উদ্যোগ। প্রায় এক মাসের বেশি সময় ধরে পূর্ব

রেলের হাওড়া ডিভিশনের শতবর্ষ উপলক্ষ্যে রেল কর্তৃপক্ষ একাধিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এরমধ্যে হাওড়া নিউ দিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেস এর লোকো ইঞ্জিনকে নতুনভাবে সাজানো হয়। ইঞ্জিনের চারপাশে হাওড়া ডিভিশনের শতবর্ষের ইতিহাস ছবির মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। হাওড়া স্টেশনের বড় ঘড়ি, রেল মিউজিয়ামে রাখা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যবহৃত সেলুন কোচ এবং পুরানো সিগন্যাল সিস্টেমের ছবি তাকা হয়। এদিন ডিআরএম বলেন যাত্রীদের সুবিধার জন্য রাজধানী এক্সপ্রেস সহ বিভিন্ন রেলের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থার উন্নতি করা হচ্ছে। এই কাজ চলতেই থাকবে। বর্তমানে ভারত পাকিস্তান সংঘর্ষের প্রেক্ষিতে হাওড়া স্টেশন সহ বিভিন্ন স্টেশনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। হাওড়া স্টেশনে কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে। সেখানে সিসিটিভির নজরদারি ছাড়াও আরপিএক, জিআরপি এবং স্থানীয় থানা সতর্ক রয়েছে। এর পাশাপাশি কন্ট্রোল রুমে যেকোনো যাত্রী খবর দিলে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

ট্রাক্টর চাপা পড়ে মৃত ১

দূরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১৬ মে : শুক্রবার অজয় নদীতে অবৈধভাবে বালি তুলতে গিয়ে ট্রাক্টর চাপা পড়ে মৃত্যু হাওয়া একজনের। ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের দূরবারজপুরে। মৃতের নাম জয়ন্ত বাগদী (২৫)। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। জানা গেছে, এদিন ট্রাক্টর নিয়ে গিয়ে অজয় নদী থেকে অবৈধভাবে বালি তোলা হচ্ছিল। ট্রাক্টর চালকের সঙ্গেই ছিল জয়ন্ত বাগদী। জয়ন্তকে ট্রাক্টরটি চালাতে বাগদী চাপা। তা চালাতে গিয়ে জয়ন্ত নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। তার জেরে ট্রাক্টর উল্টে গিয়ে জয়ন্ত চাপা পড়ে যায়। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

কৃষ্ণনগরের ঘূর্ণির মৃৎশিল্পের খ্যাতি বিশ্বজোড়া

দূরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১৬ মে : বাংলার প্রাচীন কূটির শিল্পগুলোর মধ্যে অন্যতম কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প।



এখানকার মৃৎশিল্পীদের হাতের নিখুঁত কাজ দেখে মানুষ মুগ্ধ। কৃষ্ণনগরের ঘূর্ণি এলাকাটি পশ্চিমবঙ্গের মাটির পুতুল শিল্পের জন্য বিখ্যাত। এখানে তৈরি পুতুলগুলির চৈতন্য, নিখুঁত কারুকার্য এবং জীবন্ত অভিব্যক্তি শিল্পশ্রেণীদের মুগ্ধ করে। এই শিল্পের মূল্য নির্ধারণে পুতুলের আকার, জটিলতা, বিষয়বস্তু এবং শিল্পীর খ্যাতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নদীয়ার কৃষ্ণনগর সংলগ্ন ঘূর্ণিতে রয়েছে পুতুল পট্ট। যেখানে ছোট থেকে বড় অখ্যাত থেকে বিখ্যাত সকল শিল্পীরা সারা বছর ধরে বানিয়ে থাকেন বিভিন্ন মাটির পুতুল অথবা মূর্তি। যেগুলি তারা নিজেদের দোকানে কিংবা বিভিন্ন জায়গার মেলাতে গিয়ে বিক্রি করে থাকেন। ঘূর্ণিতে ছোট আকারের সাধারণ মাটির পুতুলের দাম সাধারণত ১০ টাকা থেকে ৫০ টাকার মধ্যে শুরু হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে একটি ছয় ইঞ্চি উচ্চতার দইওয়াল পুতুলের দাম ৪৯১ টাকার কাছাকাছি এছাড়াও, এক জোড়া মাটির পাখির পুতুলের দাম প্রায় ৫০ টাকার আশেপাশে। ঘূর্ণিতে বৃহৎ আকারের, বিস্তারিত কারুকাঙ্ক্ষিত এবং বিশেষ অর্ডারে তৈরি পুতুল বা বলা যেতে পারে মূর্তির দাম ১,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত হতে পারে। বিশেষ করে, জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পীদের তৈরি পুতুলগুলির দাম অনেক বেশি হয়। যে সমস্ত শিল্পীদের অর্ডার আসে দেশের বাইরে থেকেও। ঘূর্ণির পুতুলগুলি এখন অনলাইনেও পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, একটি ২১.৬ ইঞ্চি উচ্চতার দুর্গা প্রতিমার দাম ৬,৫০০ টাকা। তবে, ঘূর্ণিতে সরাসরি গিয়ে বিভিন্ন দোকান ঘুরে দেখা এবং দরদারি করে কেনাকাটা করলে আরও সশ্রমী মূল্যে পুতুল সংগ্রহ করা যায়। ঘূর্ণির মাটির পুতুল শিল্প এক টি ঐতিহ্যবাহী ও সমৃদ্ধশালী শিল্প। এখানে ১০ টাকা থেকে শুরু করে ১,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত দামের পুতুল পাওয়া যায়, যা বিভিন্ন ক্ষেত্রের চাহিদা ও বাজেট অনুযায়ী উপযুক্ত।

এভারেস্ট জয় করে নীচে নামার সময়ে মৃত্যু হল রানাঘাটের পর্বতারোহীর, হঠাৎই আবহাওয়া খারাপ বিশ্বের সর্বোচ্চ শৃঙ্গে...

দূরন্ত বার্তা, রানাঘাট, ১৬ মে : এভারেস্ট জয় করে প্রতীবেশী এবং সমিহিত এলাকায় নেমে আসে শোকের নীচে নামার সময়ে মৃত্যু হল নদীয়ার রানাঘাটের এক স্কুলশিক্ষকের। মৃত ওই পর্বতারোহীর নাম সুরভ চৌধুরী। গত ৬১ মার্চ রানাঘাট থেকে এভারেস্টের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছিলেন তিনি। গত পরশুদিন রাত সাড়ে দশটা নাগাদ ক্যাম্প ফোর থেকে রওনা দিয়ে হিমালয়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এভারেস্টে পৌঁছান। নদীয়ার আর এক স্কুলশিক্ষিকা রুপ্মা দাসও ছিলেন বছর পয়তাল্লিশের সুরভ ঘোষের সঙ্গে। জানা গিয়েছে, হাটাই আবহাওয়া খুব খারাপ হয়ে পড়ে। এজন্য অসুস্থ বোধ করেন তারা। ক্রমত নীচে নামতে থাকেন। এই নীচে নেমে আসার পথেই মৃত্যু হয় সুরভবাবুর বলে দাবি যে সংস্থার সঙ্গে তারা গিয়েছিলেন তাদের। সেই সংস্থার তরফেই আজ, শুক্রবার সকালে সুরভের মৃত্যুর খবর জানানো হয়। এই খবর এসে পৌঁছতেই বাড়িতে কান্নার রোল ওঠে। পাড়া-



নয়। এর আগে বহু পর্বতশৃঙ্গে পৌঁছেছেন তিনি। সূত্রের খবর, চার নম্বর বেস পৌঁছতে শারীরিক সমস্যা দেখা দেয় তারা। যে শেরপা তাকে নিয়ে রওনা দিয়েছিলেন তিনি ফিরে এসে জানিয়েছেন সুরভ তৈরী মৃত্যু। সুরভ ঘোষের বাড়ি রানাঘাটের খিড়কিবাগান লেনে। ছোটবেলা থেকেই পাহাড়ের প্রতি তার ভীষণ চান দেখা গিয়েছিল। পাহাড় তার কাছে যেন নেশার মতো। করোনার সময়ে একবার রওনা দিয়েছিলেন। এর পর বিভিন্ন কারণে আর পারেননি। তারপর আবার এবার চার নম্বর বেস ক্যাম্প পর্যন্ত ভালোভাবে পৌঁছেছেন বলে সূত্রের খবর। এবং তিনি সুস্থই আছেন। এবং তিনি সুস্থই

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের দ্বারা ২০২৫-এর এপ্রিল মাসে পর্যাবাহী ট্রেনের আনলোডিংয়ে ক্রমাগত বৃদ্ধি বাহাল

মালিগাওঁ, ১৬ মে : উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে বর্তমান বিত্তীয় বর্ষে পর্যাবাহী ট্রেন পরিচালনা ক্রমাগত গতিশীলতা বজায় রেখেছে। ২০২৫ বর্ষের এপ্রিল মাসে, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে পর্যাবাহী ট্রেনের ১২৪৫টি রেক আনলোড করেছে। এর পূর্ববর্তী বিত্তীয় বর্ষে (২০২৪-২৫)এই জেনে পর্যাবাহী ট্রেনের মোট ১৬,০৯১টি রেকও সফলভাবে আনলোড করেছে, যা এর স্থিতিশীল পরিচালন দক্ষতা এবং বৃদ্ধিকেই প্রতিফলিত করছে। এপ্রিল, ২০২৫ মাসে, অসমে মোট ৬৭৪ টি পণ্য পরিবহনকারী ট্রেনের

রেক আনলোড করা হয়। যার মধ্যে ৬১৫ টি রেক আংশিক পণ্যের সাথে লোড করা ছিল। ত্রিপুরায় ১১৭ টি, নাগাল্যান্ডে ১৬ টি, মিজোরামে ৬ টি, মেঘালয়ে ২টি, অরুণাচল প্রদেশ এবং মণিপুরে ৮ টি করে রেক আনলোড করা হয়। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে অধিক্ষেত্রের পশ্চিমবঙ্গে ২৬১ টি এবং বিহারে ১৮৬ টি পণ্য রেকও এই মাসে আনলোড করা হয়। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে উক্ত মাসের মধ্যে এফসিআই চাল, চিনি, লবণ, ভোজ্য তেল, খাদ্য শস্য, সার, সিমেন্ট, কয়লা, সবজি, অটো, ট্যাক্স

এবং অন্যান্য পণ্য পরিবহন করছে এবং যেগুলি এই রেলওয়ে অধিক্ষেত্রের বিভিন্ন গুডস স্টেডে আনলোড করা হয়। শুধুমাত্র সাধারণ মানুষের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য আংশিক ও অন্যান্য পণ্যসমূহের নিয়মিত পরিবহন করা হচ্ছে তা নয় বরং এই অঞ্চলের স্থানীয় অর্থনৈতিক কার্যকলাপ সচল ও বৃদ্ধি করার জন্যও করা হয়েছে। সমগ্র স্তরে অবিরত নিরীক্ষণের পরিণামস্বরূপে টার্ন এরাউণ্ড সময় হ্রাস হয়েছে এবং আনলোডিংয়ের দক্ষতাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

সুলনু বৈথানি স্কুলে নাদনঘাট থানার উদ্যোগে সাইবার সুরক্ষা ও সড়ক নিরাপত্তা নিয়ে সচেতনতামূলক সেমিনার

দূরন্ত বার্তা, পূর্বস্থলী, ১৬ মে : পূর্বস্থলী ১ নম্বর থানার জাহাঙ্গির গ্রাম পঞ্চায়েতের অত্রগত সুলনু বৈথানি স্কুল প্রাঙ্গণে সম্প্রতি নাদনঘাট থানার উদ্যোগে এক গুরুত্বপূর্ণ সচেতনতামূলক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এই সেমিনারের মূল উদ্দেশ্য ছিল বর্তমান সময়ে বেড়ে চলা সাইবার অপরাধ, সড়ক নিরাপত্তা, সেভ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচি এবং এটিএম জালিয়াতি সহ নানা সামাজিক সমস্যা নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তোলা। এই সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন নাদনঘাট থানার অফিসার ইন চার্জ (আইসি) বিপ্লবকু চট্টোজ, যিনি স্বয়ং উপস্থিত থেকে ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। তার বক্তব্যে তিনি সাইবার অপরাধের বিভিন্ন দিক যেমন সোশ্যাল মিডিয়ার ভুল ব্যবহারের পরিণতি, প্রতারণামূলক ফোন কল, সন্দেহজনক লিঙ্কে ক্লিক করার ফলে ডিভাইস হ্যাকিং ইত্যাদি বিষয়গুলির উপর বিশেষভাবে আলোকপাত করেন। একইসঙ্গে তিনি এটিএম ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন, গোপন পিন নম্বর গোপন রাখার পরামর্শ দেন। সেমিনারে সেভ ড্রাইভ সেভ লাইফ প্রকল্প সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা হয়। ছাত্রছাত্রীদের রাস্তা পারাণয়ে সতর্কতা, হেলমেট ও সিটবেল্ট ব্যবহারের গুরুত্ব এবং ট্রাফিক নিয়ম মেনে চলার উপকারিতা সম্পর্কে জানানো হয়। এছাড়াও অনলাইনে নিরাপদ থাকার উপায়, অপরিচিত লিংকে ক্লিক না করা এবং ব্যক্তিগত তথ্য কারো সঙ্গে শেয়ার না করার পরামর্শ



এই মহতী উদ্যোগের প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতেও এরকম সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজনের আশাবাদ ব্যক্ত করেন। নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়, এবং তারা বিভিন্ন প্রশ্ন করে বিষয়গুলি আরও ভালোভাবে বুঝতে চেষ্টা করে। সর্বোপরি, এই সেমিনারটি একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা-মূলক অভিজ্ঞতা হয়ে উঠল ছাত্রছাত্রীদের জন্য, যা ভবিষ্যতে তাদের সচেতন নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। এছাড়াও নাদনঘাট থানার এই উদ্যোগকে অভিভাবকরা সাধুবাদ জানিয়েছেন এই ধরনের সচেতনতামূলক সেমিনার করার জন্য।

প্রতারণায় যুক্ত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার দুই যুবতী

দূরন্ত বার্তা, নবদ্বীপ, ১৬ মে : ঠিকতর্মি নবদ্বীপের একটি নামি জুয়েলারি প্রতিষ্ঠানে প্রায় দেড় কোটি টাকা প্রতারণায় যুক্ত থাকার অভিযোগে দুই যুবতীকে গ্রেফতার করল পুলিশ। শুক্রবার সকালে গোপন সূত্র খবর পেয়ে পূর্বস্থলী থানার ঝরি এলাকা থেকে পল্লবী দাস ও রিয়া রায় নামে দুই অভিজ্ঞকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এরপর ধৃত দুই যুবতীর বিরুদ্ধে প্রতারণা সহ অন্যান্য ধারায় মামলা রুজু করে নবদ্বীপ আদালতের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে পেশ করে পুলিশ। পাশাপাশি তদন্তের স্বার্থে দুই দুর্জনকে পাঁচ দিনের জন্য পুলিশ হেজার্ডের আবেদন জানানো হলে বিচারক তিন দিনের মঞ্জুর করেন। পুলিশ সূত্রে জানতে পারা যায়, নবদ্বীপের একটি অন্যতম জুয়েলারি প্রতিষ্ঠান অশ্বিনী গোল্ড এম্পোরিয়ামে কাশ্মির হিসাবে কর্মরত ছিলেন নবদ্বীপ দৌরসভার সাত নম্বর ওয়ার্ডের প্রাচীন মায়ূপুর দক্ষিণের বাসিন্দা কৌশিক রায়। অভিযোগে দীর্ঘদিন ওই সংস্থায় কাশ্মির হিসাবে কাজের সুখে থাকে প্রায় দেড় কোটি টাকা আত্মসাৎ করে অভিজ্ঞ কৌশিক রায়। বিষয়টি নজরে আসতেই অশ্বিনী দাস গোল্ড এম্পোরিয়ামের পক্ষ থেকে গত ১২ নবেম্বর থানার মূল অভিযুক্ত কৌশিক রায় সহ বেশ অন্যান্যদের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। এদিকে ওই সংস্থার পক্ষ থেকে অভিযোগ হতেই বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায় মূল অভিযুক্ত কৌশিক রায় সহ পরিবারের সকলেই। তল্লাশি অভিযান শুরু করে পুলিশ। শুক্রবার সকালে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে প্রতারণায় যুক্ত থাকার অভিযোগে দুই যুবতীকে গ্রেফতার করতে পারলেও মূল অভিযুক্ত কৌশিক রায় সহ পলাতক।

নমামি গঙ্গে কর্মসূচি পালনে ভাগীরথী নদীতে ছাড়া হল আড়াই লক্ষ মাহের চারা

বেশাশি কঞ্চশবণিক, মায়ূপুর, ১৬ মে : শুক্রবার সেণ্ট্রাল ইনল্যান্ড ফিশারিজ রিসার্চ ইনস্টিটিউট বা সিআইএফআর, আই ব্যারাকপুর ও আইসি,এ,আর এর উদ্যোগে মন্দির নগরী মায়ূপুরে প্রচুপাঘাট ঘাটে আয়োজিত হল নমামি গঙ্গে কর্মসূচি। এদিনের কর্মসূচির মূল লক্ষ্য গঙ্গা বা ভাগীরথী নদীতে বিভিন্ন প্রজাতির মৎস্য সরঞ্জাম। এদিন মায়ূপুরের প্রচুপাঘাট ঘাট থেকে প্রায় আড়াই লক্ষ কুই,কাতলা

ও মুগেল মাহের চারা ভাগীরথী নদীতে ছাড়া হয়। উপস্থিত ছিলেন,সংস্থার বিজ্ঞানী ক্যাস্টিয়াল জনসন,মিতেশ রামটেকে ও নমামি গঙ্গে প্রকল্প ও আই,সি,এ,আর -এর একাধিক বিজ্ঞানী ও আধিকারিকগণ। অন্যতম উদ্যোক্তা সেণ্ট্রাল ইনল্যান্ড ফিশারিস রিসার্চ ইনস্টিটিউট এর পক্ষ থেকে জানানো হয়, জলজ বাস্তুতন্ত্রের উন্নতির লক্ষ্যে

বিজ্ঞপ্তি

আমি সুরভ মুচোপাধ্যায় পিতা মৃত-শ্রীশ্রী নাথ মুখার্জী, টিকানা ২৬১ শতাব্দী পার্ক, ব্লক সি, মুক্তদুপুর কোল-৯১। আমি এবং আমার স্ত্রী নিম্নলিখিত মুখার্জী 12789/2023 নং দলিলে বলে ৬ কাটা-৮ ছটাক ৪০ বর্গফুট জমি ক্রয় করি।

সীজা -ন্যাবাগ, জে.এল-২৫, দায়নং- ১৬২, Power holder- পিনাক পামি ভট্টাচার্য মহাশয়ের কাছ থেকে, POA No-29/2023, এই আমি আমার B.L.LRO তে Record করাবো। কান্ডর কোন আপত্তি থাকলে এক মাসের মধ্যে জানানো। S.N.N. banerjee road, 3rd Floor. BL& LRO office. Room-328. Email- blbroatm@gmail.com. 9331267206

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল (১) কর্তব্য রায় (২) রুপ্মা সান্দ্রা সৌদা -গোপালগঞ্জ, জে.এল (J.L-132), R.S - 330, দায় নং - 253 (L.R), বহিয়ান নং- 440 (L.R), ১ কাটা ৬ ছটাক জমি ক্রয় করি, দলিল নং-১৬০৭০৬৮০-২০২২, দায়নং- ১৬০৭০৬৮০-২০২২, এ.টি.এল.আর.বহালা অফিস বর্তমানে BL& LRO তে মিউটেশনের জন্য আবেদন করি, কেস নং MN/2025/1630/ 6151 এবং MN/ 2025/ 1630/ 6152 কার কোনরকমে আপত্তি থাকলে নিম্নলিখিত টিকানায় যোগাযোগ করুনো। ৬৪৪। ১, রাজা রামমোহন রায় রোড, কোলকাতা ৭০০০০৮

মিমল চন্দ্র লাহিড়ী
আভ্যভ্যন্তরীণ
আলিপুর জর্জ কোর্ট
কলকাতা-৭০০০২৭
Enrolment No. WB/298/82

বিজ্ঞপ্তি

আমি সৈয়দ মহম্মদ কুইজার। পিতা মৃত সৈয়দ মহ. গায়ানাবাগ। টিকানা বি-৭৫, আরনবুগে রোড। থানা ও পো. -পাড়াঘাটের দলিলাত -৭০০০২৪, আমি 6446/2022 নং দলিল বলে ২ কাটা জমি ক্রয় করি। Power holder- মুস্তাফিজুর রহমান কাছ থেকে। POA No.- 05367/2022 সীজা গার্ডেনরিচ। জে.এল ৭০৬। দাগ নং- ৬৫২, R.S. বহিয়ান- ১৪৯ আমি নিজ নামে BLLRO তে Record করাবো। কান্ডর কোন আপত্তি থাকলে Advertisement এর ১ মাসের মধ্যে জানানো। টিকানা 5 No. S. N. Banerjee Road, Block- Kolkata, Kol-13 Email -blbroatm@gmail.com.

Office of The GOKARNA-II GRAM PANCHAYAT
Vill. -Nabagram, P.O- Hazarpur Nabagram, PS - Kandi, Dist.- Murshidabad
E-Tender Notice
Gokarna-II G.P. under Kandi P.S. Invites e-tender vide NIT No-(1) MSD/KAN/GOK-II/02/2025-26. Last date of submission 23/05/2025 up to 16.00 Hrs. Bid Opening Date: 29/05/2025 at 11:00 Hrs. For details visit <https://wbtdenders.gov.in>
Sd/- Pradhan
Gokarna-II Gram Panchayat
P.O.-Hazarpur, Nabagram, Dist-Murshidabad

Office of the Onda-II Gram Panchayat Patrahati, Makarkole, Onda, Bankura
Notice inviting e-Tender No-1) **NIT No-02/2025-26(2025_ZPHD_846593)**
Pradhan, Onda-II invites percentage rate e-Tender for 13 no works. Last date of documents download & bid submission is **26 th May 2025 at 18:30 p.m.** For details please visit website: www.wbtenders.gov.in
Sd/- Pradhan
Onda-II Gram Panchayat

Office of The HATGACHA-I GRAM PANCHAYAT
ULUBERIA-I DEV. BLOCK
NOTICE INVITING e-TENDER
No. 20/Hat-1/IST CALL/2024-25 For and on behalf of the Prodhan, Sanchalak & Arth O Parkalpana Upa-Samity, Hatgacha-I G.P. invites sealed percentage rate tenders for CONSTRUCTION OF PCC ROAD at 3(three)Nos. different places. Last date of submission of Bid up to 23.05.2025 at 11.00 Hrs. Bid Opening Date(Online): 26.05.2025 at 11.00 Hrs. For details please visit <https://wbtdenders.gov.in>
Sd/-PRODHAN
HATGACHA-I GRAM PANCHAYAT

Office of the Chhaighari Gram Panchayat Daulatabad Murshidabad e-N.I.T.-01 is invited through online by the Prodhan, Chhaighari GP, Daulatabad, Murshidabad. For 06(Six) nos. work under Chhaighari Gram Panchayat from **16.05.2025 to 23.05.2025**. N.B.: Details may be obtained from <http://etender.wb.nic.in> & from this office during office hours.
Sd/- Prodhan
Chhaighari Gram Panchayat Daulatabad, Murshidabad

বিগত আট বছর ধরে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। বিগত দিনে দেশীয় কুই,কাতলা, মুগেলের সাথে সাথে বিভিন্ন দেশীয় মাছের উৎপাদন ও মাছের সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরপুটি, কাল

বাউশ, বাটা, চিত্তল ও টাংরা মাছের চারা ছাড়া হয়েছে। এদিন দেশীয় কুই,কাতলা ও মুগেলের চারা ছাড়া হল বলে জানান, সংস্থার প্রজেক্ট বিজ্ঞানী শুভদীপ দাসগুপ্ত।

Office of the Antila Gram Panchayat
VIII.- Antila P.O.-Antila, P.S.-Bagnan, Dist.-Howrah
Notice Inviting e-Tender No.: AGP/ENIT/01/25-26 (2 nd Call),
Tender ID- 2025_ZPHD_846578_1 to 4
For and on behalf of the Antila Gram Panchayat, Pradhan, invites tenders through e-tendering for 04(Four)Nos. similar works. Bid submission start dt.: **17/05/2025 at 10:00 Hrs.** Bid submission closing dt.: **24/05/2025 at 10:00 p.m.** Bid Opening Date on **26/05/2025 at 10.00 Hrs.** For details please visit website <https://wbtdenders.gov.in>
Sd/- Pradhan
Antila Gram Panchayat

HIRBANDH GRAM PANCHAYAT
VIII.-Tilabani, PO-Bauridih, Dist-Bankura, Pin-722121
NIT No.-02/HirGP/2025-26, Date-16/05/2025
e-Tender are hereby invited by this office from the bonafied, reliable, resourceful and experienced contractors for the different works. Fund: 5 th SFC. Last date of submission of Technical Bid & Financial Bid(online) on **23.05.2025 up to 16.00 hrs.** Date of Opening of Bid at office of the Hirbandh Gram Panchayat on **26.05.2025 from 16.00 hrs.** For details visit website <https://wbtdenders.gov.in>
Sd/- Pradhan
Hirbandh Gram Panchayat

OFFICE OF THE DUNDAR GRAM PANCHAYAT (UNDER RAIPUR PANCHAYAT SAMITY) BIRUDI HALLIDKANALI BANKURA
TENDER NOTICE
NIT Memo no-222/DGP/25 dt-07/05/25
E-NIT Memo no-220/DGP/25 dt-07/05/25, & 221/DGP/25 dt-07/05/25
Pradhan Dundar GP invited Tenders from expericened bidders for execution of total 13 nos works under 15 th fc (plan 25-26) For more details visit <https://wbtdenders.gov.in> and Office of the Dundar GP
Pradhan
Dundar Gram Panchayat

সম্রত সংগণন বিকাশ কেন্দ্র CENTRE FOR DEVELOPMENT OF ADVANCED COMPUTING
বিজ্ঞাপন সংখ্যা: পূনঃসম্রতসংগণন/১৮/০২৫
সেবার ধর ডেভেলপমেন্ট সহ অ্যাডভান্সড কম্পিউটিং (সি-ডাক), ইলেকট্রনিক্স মন্ত্রকের একটি প্রধান ইঞ্জিনিয়ার সনিত চ তথা প্রযুক্তি, ভারত সরকার জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রমে নিযুক্ত। নিম্নলিখিত বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে অনলাইনে আবেদনপত্র আহ্বান করা হয়েছে।
উদ্দেশ্য / সিনিয়র পরামর্শদাতা এবং পরামর্শদাতা (খতকালীন / পূর্ণকালীন)
● এইচএপিএ - প্রদর্শন ডেভেলপমেন্ট
● মালিউশন অর্কিটেক্ট - এন্টারপ্রাইজ অ্যাপ্লিকেশন
● মার্জার / স্টোরেজ সিস্টেম অ্যাক্সিন - এবং অ্যাড এলভ
● ডোমেনের এরপার্ট ইন ই-গার্ডেন
● কম্পিউটেশনাল সিঙ্ক্রাইজেশন
● কোয়ান্টাম (কিউকিউ)-পিএক্সএ টেকনোলজিস
● বায়োইনফরমেটিক্স
● মেকানিক্যাল ডিজাইন
● ডেভেলপ ডেভেলপার
● ডোমেনের এরপার্ট ইন এক্স
● টেকনিক্যাল ফেলোশিপ
কাজের স্থান: দিল্লি / পূন
কিভাবে আবেদন করবেন: আত্মচি প্রার্থীরা বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তির জন্য www.cdac.in এর "কার্যক্রম" পৃষ্ঠাটি দেখতে পারেন এবং ৬ জন, ২০২৫ (১৮.০০ ঘট্টা) তারিখে বা তার আগে অনলাইনে আবেদন করতে পারেন।
টিকানার সি-ডিএসি, ইনোভেশন পার্ক, গুগলটি, পাশান, পূন-৪১১০০৮
স্ট্রটব্য এই বিষয়ে আরও কিছু তথ্য / যোগাযোগ, যদি থাকে, তা কেবল সি-ডাকের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।
হেড (এইচআরটি), পূন
এক দৃষ্ট, এক লক্ষা... মানব উন্নয়নের জন্য উন্নত কম্পিউটিং।
নামুদকিন অত্র মুদকিন ই
cbc06132/12/0005/2526

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e - TENDER

ABRIDGED NIT
The Ex. Eng. (ROADS), KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/ROADS/2024-2025/790 (1st Call)
Name of Work : **Repairing of C.G.R. Road from 9 No. Masjid to Ramnagar More under Br-XI.**
Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs. 4,57,240.67** (Excl. Contingency Amount); Earnest Money : **Rs. 9,500.00**; Period of Completion : **45 Days.** Last date and Time of submission of Bid : **29.05.2025 - 12 noon**; The bid forms and other details are available on and from **21.05.2025 - 12 noon**; The website <https://etender.wb.nic.in>
The Executive Engineer, W/S (West), KMC invites e-tender for the following works :
1) **NIT No. : KMC/WS/WEST/W-82/T-7/2025-26**
Name of Work : **Strengthening of 600 mm DIA reserve main by M.S. Jacketing at th jn. of Alipore Road and Gobinda Auddy Road in Ward No. 82.** Estimated Amount : **Rs. 1,81,566.00**; Earnest Money : **Rs. 3,700.00**; Period of Completion : **07 Days.**
2) **NIT No. : KMC/WS/WEST/MAINS/T-8/2025-26**
Name of Work : **Restoration of Ground 300 mm DIA reserve main near Tollygunge Police Station under in Ward no. 88.** Estimated Amount : **Rs. 1,57,653.00**; Earnest Money : **Rs. 3,200.00**; Period of Completion : **07 Days.** Last date of receipt/opening of tender (Online) : **28.05.2025 up to 1 p.m. - 30.05.2025 at 1 p.m.** (for Sl. no. 1 & 2); The bid forms and other details are available on and from the website <https://etender.wb.nic.in> & <https://wbtdenders.gov.in> (for Sl. no. 1 & 2)
The Dy. Chief Engineer (C) (Parks & Squares), KMC invites quotation online percentage rate two bid system for the following work :
NIT No. : KMC/DCE/PS/IX/PLANT/25-26 (1st Call)
Name of Work : **Plantation of Eight Hundred (800 Nos.) departmentally supplied saplings including supply of 500 nos. Bamboo Tree guard at Various locations of Borough IX.** Estimated Cost : **Rs. 4,68,716.18**; Earnest Money : **Rs. 9,400.00**; Period of Completion : **45 Days.** Last date & time of submission of Bid : **28.05.2025 - 1 p.m.**; The bid forms and other details are available on and from **19.05.2025 - 10 a.m.**; The website <https://etender.wb.nic.in>
The Executive Engineer (Parks & Squares), KMC invites quotation online percentage rate two bid system for the following work :
NIT No. : KMC/EE/PS/II/16/01/25-26 (1st Call)
Name of Work : **Engagement of labour for daily maintenance of gardens at different places and Goabagan Park for financial year 2025-2026 in Ward 16, BR-II.** Estimated Cost (including GST & LWC) : **Rs. 1,98,702.35**; Earnest Money : **Rs. 4,000.00**; Period of Completion : **365 Days.** Last date & time of submission of Bid : **26.05.2025 - 1 p.m.**; The bid forms and other details are available on and from **17.05.2025 - 10 a.m.**; The website <https://etender.wb.nic.in>
The Special Officer (ROADS), KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :
1) **NIT No. : KMC/ROADS/2025-2026/21 (1st Call)**
Name of Work : **Repairing of potholes and W/S deptt. cutting at portions of Biren Roy Road (West) in Ward No. 127 under Br-XIV.** Estimated Amount (including 18% GST & 1% CESS) : **Rs. 4,97,871.29** (Excl. Contingency Amount); Earnest Money : **Rs. 10,000.00**; Period of Completion : **30 Days.**
2) **NIT No. : KMC/ROADS/2025-2026/22 (1st Call)**
Name of Work : **Repairing of potholes at portions at Garia Main Road and Kamdhari Road in Ward No. 110, 111 under Br-XI.**

এএফসির
লাইসেন্সিং
প্রক্রিয়ায় পাশ
করল মোহন-
ইস্ট, আটকে
গেল মহামেডান

দুর্ভাগ্যবর্তী, কলকাতা, ১৬ মেঃ শেষ কিছু বছর ধরে ক্লাব ফুটবলে অত্যন্তপূর্ণ পারফরম্যান্স করে আসছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। তৎকালীন কোচ হুয়ান ফেরের্দো থেকে শুরু করে আন্তোনিও লোপেজ হাবাস থেকে কিংবা জোসে মোলিনা। সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে দলের কোচ বদল হলেও একই থেকে গিয়েছে সেই সাফল্যের ধারা। আইএসএল লিগ কাপ হোক কিংবা লিগ শিল্ড। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সাফল্যের চরম পর্যায়ে উঠে এসেছে কলকাতা ময়দানের এই প্রধান। এবার ও তার পরিবর্তন হয়নি। শেষ মরসুমে একের পর এক মজিদালাই ফুটবল ক্লাবকে পরাজিত করে লিগ শিল্ডের পাশাপাশি অনার্সেসিও লিগ কাপ ঘরে তুলেছে মোহনবাগান। সেই নিয়ে যথেষ্ট খুশি সমর্থকরা। তবে শুধুমাত্র মাঠেই নয়। এবার সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের ক্লাব লাইসেন্সিং প্রক্রিয়ায়ও পাশ করে গেল মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। যারফলে নয়া সিজনে এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগ টায়ার টুয়ে খেলতে বাধা থাকল না মেরিনারদের। সেই নিয়ে যথেষ্ট খুশি সমর্থকরা। তবে শুধুমাত্র মোহনবাগান নয়। লাইসেন্সিং প্রক্রিয়া সঠিকভাবে সম্পন্ন করেছে কলকাতা ময়দানের আরেক প্রধান তথা ইমামি ইস্টবেঙ্গল ফুটবল ক্লাব। এবারের এই ফুটবল সিজনে তাদের খুব একটা ভালো পারফরম্যান্স না থাকলেও এখন থেকেই নয়া সিজনের জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে লাল-হলুদ ত্রিগোড়। একের পর এক দাপুটে ফুটবলারদের দলে টানার ক্ষেত্রে দল বদলের বাজারে ব্যাপকভাবে উঠে আসতে শুরু করেছে তাদের নাম। এছাড়াও লাইসেন্সিং প্রক্রিয়ায় সফল হয়েছে পাঞ্জাব এফসি থেকে শুরু করে বেঙ্গালুরু এফসি, মুম্বই সিটি এফসি, জামশেদপুর এফসি, এফসি গোয়া এবং চেন্নাইয়িন এফসির মত ফুটবল ক্লাব। তবে এক্ষেত্রে ও আটকে যেতে হল কলকাতা ময়দানের আরেক প্রধান তথা মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। যা নিঃসন্দেহে হতাশ প্রকল্পে সাদা-কালো সমর্থকদের। তবে তাঁরা একা নয়। লাইসেন্সিং প্রক্রিয়ায় ধাক্কা খেতে হয়েছে দুর্ভাগ্যবর্তী কলকাতা ইস্টনাইটেড থেকে শুরু করে হায়দরাবাদ এফসি, কেরালা ব্লাস্টার্স এফসি সহ ওডিশা এফসির মত ফুটবল ক্লাব গুলিকে। এছাড়াও আইলিগের দল গুলির মধ্যে এই তালিকায় রয়েছে বারাগাঁসার ইস্টার কাশী ফুটবল ক্লাব।

আরসিবি-কেকেআর
মহারণে বৃষ্টির ছায়া

বেঙ্গালুরু, ১৬ মেঃ ১৭ মে থেকে পুনরায় শুরু হচ্ছে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ ২০২৫। প্রথম ম্যাচেই বেঙ্গালুরুতে মুম্বাই মুখি হবে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু এবং কলকাতা নাইট রাইডার্স। এই হাই-ডোল্টজ ম্যাচ নিয়ে উত্তেজনা তুলছে, কারণ দুই দলই এই ম্যাচের জন্য তৈরি হচ্ছে পুরোদমে। তবে, ম্যাচের উপর বৃষ্টির কালো ছায়া ঘনিয়ে আসছে। আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী, ম্যাচের সময় ভারী বৃষ্টি এবং ঝড়ের সম্ভাবনা রয়েছে। বেঙ্গালুরুতে ইতিমধ্যেই বেশ কিছুদিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছে। আগামী সপ্তাহেও এই ধারা অব্যাহত থাকবে বলে জানা গেছে। বেঙ্গালুরু মার্চের ড্রেনেজ ব্যবস্থা বিশ্বের অন্যতম সেরা। বৃষ্টি থামলে মাঠ দ্রুত খেলার উপযোগী হয়ে ওঠে। তবে, ম্যাচ অনুষ্ঠিত হতে হলে বৃষ্টির পরিমাণ কম হওয়া এবং পর্যাপ্ত সময়ের জন্য বৃষ্টি বন্ধ থাকা জরুরি। যদি বৃষ্টির কারণে ম্যাচ ভেঙে যায়, তবে দুই দলই একটি করে পয়েন্ট ভাগ করে নেবে। এই ফলাফল কেকেআর-এর প্লে-অফের আশা শেষ করে দেবে। কারণ তারা ইতিমধ্যেই প্লে-অফে যাওয়ার দৌড়ে পিছিয়ে রয়েছে। তাদের জন্য এই ম্যাচে জয় ছাড়া অন্য কোনও পথ খোলা নেই। অন্যদিকে, ম্যাচ না হলে আরসিবি-র প্লে-অফে যাওয়ার সম্ভাবনা। আও শশিধারী হবেন। এই পয়েন্ট তাদের ১৭ পয়েন্টে পৌঁছে দেবে, যা তাদের শীর্ষ চারে জায়গা করে দেবে। পয়েন্ট



তালিকার শীর্ষ পাঁচ দলের মধ্যে অন্য দলগুলো পরস্পরের সঙ্গে খেলবে। কিছু দল হেরে ১৭ পয়েন্টে পৌঁছাতে পারবে না, যা আরসিবি-র পথ আরও সুগম করবে। তবে, ১৭ পয়েন্ট শীর্ষ দুইয়ে জায়গা করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নাও হতে পারে। শীর্ষ দুইয়ে থাকতে হলে আরসিবি-কে আরও অন্তত দুটি ম্যাচ জিততে হবে। তাই, আরসিবি-র জন্য এই ম্যাচে পূর্ণ খেলা এবং জয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেকেআর-এর বিরুদ্ধে আরেকটি জয় তাদের প্লে-অফে জায়গা নিশ্চিত করবে। এই ম্যাচ কেকেআর-এর জন্য বাঁচা-মরার লড়াই, আর আরসিবি-র জন্য প্লে-অফের টিকিট নিশ্চিত করার সুযোগ। টুর্নামেন্ট এখন শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছে, তাই ম্যাচ অনুষ্ঠিত হতে এখনো বড় মূল্য দিতে হতে পারে। আরসিবি তাই টুর্নামেন্ট বন্ধ হওয়ার আগে যে ফর্মে ছিল, সেখান থেকেই আবার শুরু করতে চাইবে। কেকেআর-এর জন্য এই ম্যাচে জয়ের বিকল্প নেই। তাদের সমর্থকরা আশা করছেন, বৃষ্টি থামবে এবং দল তাদের সেরাটি দিয়ে প্লে-অফের আশা বাচিয়ে রাখবে। অন্যদিকে, আরসিবি সমর্থকরা চাইছেন তাদের দল পূর্ণ ম্যাচ খেলে জয় ছিনিয়ে নিয়ে শীর্ষ দুইয়ের দৌড়ে এগিয়ে যাক। বৃষ্টি যাই হোক, এই ম্যাচের ফলাফল আইপিএল ২০২৫-এর প্লে-অফের দৌড়ে বড় প্রভাব ফেলবে।

বিশ্বকাপ প্রস্তুতিতে চোখ রেখে আর্জেন্টিনা
দলে ফিরলেন মেসি, আরও যাঁরা আছেন

বুয়েনোস আইরেস, ১৬ মেঃ দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চল থেকে বিশ্বকাপের টিকিট নিশ্চিত করে অনেকটাই নির্ভর বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা। এরপরও চলতি বছর দলটির জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বকাপের বাকি ১৩ মাস। এ পরিস্থিতিতে হাতে থাকা বিশ্বকাপ বাছাইয়ের বাকি ম্যাচগুলো দিয়েই যতটা সম্ভব প্রস্তুতি ঝালাই করে নিতে হবে লিওনেল মেন্ডিসার দলকে। পাশাপাশি দলের শক্তি-দুর্বলতা চিহ্নিত করা এবং নতুনদের বাজিয়ে দেখার জন্যও এই বছরের ম্যাচগুলো বেশ গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বকাপের স্কোয়াড বাছাইয়ে এই ম্যাচগুলোর থাকবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। বিশ্বকাপের প্রস্তুতি সামনে রেখে আর্জেন্টিনা তেমনই দুটি ম্যাচ খেলেবে আগামী মাসে। আগামী ৬ জুন চিলির বিপক্ষে তাদের মাঠে এবং ১১ জুন কলম্বিয়ার বিপক্ষে ঘরের মাঠে বিশ্বকাপের বাছাইয়ের ম্যাচ খেলেবে বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। গতকাল এ ম্যাচগুলোর জন্য ২৮ সদস্যের প্রাথমিক দল ঘোষণা করেছে আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এএফএ)। যেখানে সবচেয়ে বড় শ্ববর চোট কাটিয়ে লিওনেল মেসির স্কোয়াডে ফেরা। এর আগে গত মার্চে উরুগুয়ে এবং ব্রাজিলের বিপক্ষে ম্যাচ দুটি চোটের কারণে মিস করেছিলেন তিনি। ফলে ফিট মেসিকে দলে পাওয়া আর্জেন্টিনা দলের ম্যাচ খেলেই ইস্টার মায়ামিতে ফিরবেন। ১৫ জুন দলটি ক্লাব বিশ্বকাপে আল আহলির বিপক্ষে মাঠে নামবে। শুধু মেসিই নয়, স্কোয়াডে ফিরেছেন ২০ বছর বয়সী দুই তরুণ আলোসান্দ্রো



গারনাচো এবং ডালেগিনি ভারকো। গারনাচো ও ভারকো দুজনই নিজ নিজ ক্লাব ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড এবং রেগিন স্টারবুর্গের বিপক্ষে সাম্প্রতিক সময়ে দারুণ নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। এই পারফরম্যান্সই মূলত তাদের স্ক্যালোনির স্কোয়াডে জায়গা ফিরিয়ে দিয়েছে। দক্ষিণ আমেরিকা থেকে সবাই আগের বিশ্বকাপে জায়গা করে নেওয়া আর্জেন্টিনা বাছাইয়ের পয়েন্ট তালিকায় সবাই ওপরে আছে। ১৪ ম্যাচ শেষে ১০ জয় ১ ড্র ও ৬ হারে আর্জেন্টিনার পয়েন্ট ৩১। পয়েন্ট তালিকার দুই নম্বরে থাকা ইকুয়েডরের চেয়ে ৮ পয়েন্টে এগিয়ে আছে তারা। অন্য দিকে একই অঞ্চলের অন্য দল ৫ বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল আছে ৪ নম্বরে। ১৪ ম্যাচে ব্রাজিলের পয়েন্ট ২১।

২৮ সদস্যের আর্জেন্টিনা দল

গোলরক্ষক-এমিলিয়ানো মার্তিনেজ, হেরেনিনো রুলি, ওয়াস্টার বেনিতোজা ডিফেন্ডার-নাথ্যেল মলিনা, জুয়ান ফরেষ, ক্রিস্টিয়ান রোমেরো, লিওনার্দো বালদে, নিকোলাস ওভামেদি, ফাকুন্দো মেদিনা, নিকোলাস তালিয়াকিকো, ডালেগিনি বারকো। মিডফিল্ডার-আলেক্সিস ম্যাক আলিস্টার, লেয়ান্দ্রো পারদেস, নিকোলাস দমিসেজ, এজেকিয়েল পালাসিওস, রদ্রিগো দি পল, থিয়াজো আলমাদা, জিওভানি লো সেলসো, এনজো ফার্নান্দেজ, ফরোয়ার্ড-লিওনেল মেসি, নিকো পাজ, ছলিয়ান আলভারেজ, লাওতারো মার্তিনেজ, নিকোলাস গল্ভেসেস, ডালেগিনি কাস্তেলানোস, আলোসান্দ্রো গারনাচো, গিলিয়ানো সিমিওনে, আনহেল কোরোয়া।

রোহিত-কোহলির অবসরের পর ইংল্যান্ড
সফরে ভারতের সম্ভাব্য শক্তিশালী টেস্ট দল

মুম্বই, ১৬ মেঃ ২০ জুন থেকে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতের পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ দিয়ে শুরু হবে ২০২৫-২৭ বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের যাত্রা। রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলির টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণার পর ভারতীয় দল এখন একটি রূপান্তর পরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। মে মাসের শেষ সপ্তাহে নির্বাচকরা তরুণ প্রতিভাদের নিয়ে একটি নতুন দল ঘোষণা করতে পারেন বলে আশা করা হচ্ছে। শুভমন গিল, তার আকর্ষণীয় ব্যাটিং শৈলীর জন্য পরিচিত, সীমিত নেতৃত্বের অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও অধিনায়ক হিসেবে এগিয়ে রয়েছেন। ২০২৪ সালে জিম্বাবোয়েতে মাত্র পাঁচটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচে ভারতের নেতৃত্ব দেওয়া গিলের উপর নির্ভরচর্যা ভরসা রাখছেন। যদিও আন্টানিকি ঘোষণা এখনও বাকি। জসপ্রীত বুমরাহ অধিনায়কত্বের দৌড় থেকে বাপ পড়েছেন এবং কে এল রাহুলকে ব্যাকআপ বিকল্প হিসেবে দেখা হচ্ছে। রোহিতের ওপেনিং স্থান পূরণে বি সাই সুধর্শনের নাম উঠে এসেছে। কোহলির ৪ নম্বর পজিশনের জন্য একাধিক ব্যাটার বিবেচনায় রয়েছেন। অভিমন্যু ঈশ্বরধন এবং শার্দুল ঠাকুরের মতো নামও ইংল্যান্ড সফরের দলে জায়গা পেতে পারে বলে জানা গেছে। রোহিত এবং কোহলির অবসরের পর ভারতের টেস্ট দলের শীর্ষ ক্রমে বড় পরিবর্তন আসছে। শুভমন গিল, অধিনায়ক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছেন, সম্ভবত ৩ নম্বরে ব্যাট করবেন। তরুণ ওপেনার বান্ধী জয়সওয়াল অস্ট্রেলিয়া সফরে দলের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক ছিলেন এবং আইপিএল ২০২৫-এ দুর্দান্ত ফর্মে রয়েছেন। ইংল্যান্ডে তার প্রথম টেস্ট সফর বড় চ্যালেঞ্জ হবে। অভিমন্যু ঈশ্বরধন, ঘরোয়া ক্রিকেটে

ধারাবাহিক পারফরম্যান্স দেখিয়েছেন, ব্যাকআপ ওপেনার হিসেবে দলে থাকতে পারেন। অস্ট্রেলিয়া সফরে তিনি দলে ছিলেন, কিন্তু শেলার সুযোগ পাননি। বি সাই সুধর্শন আইপিএল ২০২৫-এ দুর্দান্ত ফর্মে রয়েছেন। তিনি সারে-র হয়ে কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপে খেলেছেন, যা ইংলিশ কন্ডিশনে তার অভিজ্ঞতা বাড়িয়েছে। মিডল অর্ডরে কোহলির অনুপস্থিতি বড় চ্যালেঞ্জ। কে এল রাহুল



পালন করবেন। এছাড়া, করুণ নায়ার আট বছরের বিরতির পর টেস্ট দলে ফিরতে পারেন। ২০১৬ সালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তার অপরাজিত ৩০৩ রান এখনও স্মরণীয়। সাম্প্রতিক ঘরোয়া ক্রিকেটে তার দুর্দান্ত পারফরম্যান্স তাকে দলে ফেরার দাবিদার করেছে। রবীন্দ্র জাডেজা ব্যাট এবং বল উভয় ক্ষেত্রেই দলের মূল স্তম্ভ। ২০২৪ সালে তিনি ৫২৭ রান এবং ৪৮ উইকেট নিয়ে দুর্দান্ত পারফর্ম করেছেন। নিতীশ কুমার রেড্ডি বর্ডার-গার্ডসকর ট্রফিতে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক ছিলেন। তিনি এমসিজি-তে তার শতরান তাকে বিদেশি কন্ডিশনে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে। ওয়াশিংটন সুন্দর রবিশন্দ্রন অশ্বিনের অবসরের পর জাডেজার ব্যাকআপ হিসেবে দলে থাকবেন। শার্দুল ঠাকুর গিলের ঘরোয়া ক্রিকেটে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের জন্য দলে জায়গা পেতে পারেন। জসপ্রীত বুমরাহ বোলিং আক্রমণের নেতৃত্ব দেন। অস্ট্রেলিয়ায় তার দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের পর তিনি ইংল্যান্ডে একই ধারা অব্যাহত রাখবেন। মহাম্মদ শামি পুরোপুরি ফিট এবং ইংলিশ কন্ডিশনে তার দক্ষতা প্রমাণিত। মহাম্মদ সিরাজ আইপিএল ২০২৫-এ দুর্দান্ত ফর্মে ফিরেছেন এবং তৃতীয় পেসার হিসেবে দলে থাকবেন। প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ আইপিএল ২০২৫-এ দুর্দান্ত পারফর্ম করেছেন, হর্ষিত রানার চেয়ে এগিয়ে রয়েছেন। চূড়ান্ত দল- অভিমন্যু ঈশ্বরধন, বি সাই সুধর্শন, বান্ধী জয়সওয়াল, শুভমন গিল (অধিনায়ক), কে এল রাহুল, করুণ নায়ার, ধ্বজ পঙ্ক (উইকেটকিপার), নিতীশ কুমার রেড্ডি, ওয়াশিংটন সুন্দর, রবীন্দ্র জাডেজা, শার্দুল ঠাকুর, জসপ্রীত বুমরাহ, মহাম্মদ শামি, মহাম্মদ সিরাজ, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ।

আইপিএলে
সমস্যায় দিল্লি,
ভারতে ফিরছেন
না মিচেল স্টার্ক

নয়াদিল্লি, ১৬ মেঃ আইপিএলে দিল্লি ক্যাপিটালস আর পাচ্ছে না মিচেল স্টার্ককে। এখনও লিগে তিনটি ম্যাচ বাকি রয়েছে দিল্লির। কিন্তু সেই ম্যাচগুলি খেলবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছেন স্টার্ক। এতে সমস্যায় পড়বে দিল্লি ক্যাপিটালস। ১১ জুন থেকে শুরু হবে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল। সেই ম্যাচ খেলবেন স্টার্ক। আইপিএলের ফাইনাল তার এক সপ্তাহ আগে, ৩ জুন। সেই কারণেই আইপিএল খেলতে রাজি নন স্টার্ক। অস্ট্রেলিয়ার পেসার ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছেন যে, বাকি আইপিএল খেলতে তিনি আর ভারতে আসছেন না। পুরো আইপিএল না খেলার কারণে টাকা কাটা যাবে স্টার্কের। নিলামে তাঁকে ১১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা দিয়ে কিনেছিল দিল্লি। কিন্তু পুরো আইপিএল না খেলার কারণে প্রায় ৩ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা কাটা হতে পারে স্টার্কের। স্টার্ক এ বারের আইপিএলে দিল্লির হয়ে সবচেয়ে বেশি উইকেট নিচ্ছেন। দিল্লির বোলিং বিভাগকে নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি। তাই স্টার্কের না থাকা সমস্যায় ফেলতে পারে তাদের।

থোইবা সিংয়ের ওপর ভরসা রেখে
দীর্ঘমেয়াদী চুক্তি ওডিশার

ভুবনেশ্বর, ১৬ মেঃ শেষ সিজনেটা খুব একটা ভালো যায়নি ওডিশা এফসি। দাপুটের সাথে টুর্নামেন্ট শুরু করার পরিকল্পনা থাকলেও তা সম্ভব হয়নি। পরাজিত হতে হয়েছিল লিগের টানা দুইটি ম্যাচ। যা নিঃসন্দেহে হতাশ করেছিল সমর্থকদের। তবে ম্যাচ এগোনোর সাথে সাথেই ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছিল জগন্নাথ ধামের এই ফুটবল দল। গত বছরের শেষের দিকে দুর্বল মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিপক্ষে অমীমাংসিত ফলাফলে ম্যাচ শেষ করলেও নতুন বছর থেকেই একবারে দুর্ভাগ্য ছদ্মে ধরা দিয়েছিল সার্জিও লোবেরার ছেলেরা। সহজেই তাঁরা পরাজিত করেছিল মানোসো মার্কুয়েজের ছেলেরা। পরবর্তী ম্যাচে চেন্নাইয়িন এফসির সঙ্গে পয়েন্ট নষ্ট করতে হলেও ঘুরে দাঁড়াতে খুব একটা সমস্যা হয়নি ওডিশার। অনার্সেসিও তাঁরা আটকে দিয়েছিল কেরালা ব্লাস্টার্সকে। তারপর সেই ছদ্ম বজায় রেখেই বেঙ্গালুরু এফসিকে আটকে দেয় ছগো ব্রুমোসার। যা নিঃসন্দেহে আশ্চর্যবশত বাড়িয়েছে গোটা দলের। এই ছদ্ম বজায় রেখেই ছয়ান পেরো বেনালির নর্থইস্ট ইউনাইটেডের বিপক্ষে তিন পয়েন্ট নিশ্চিত করার

ফুটবলারদের সঙ্গে চুক্তি বাড়ানোর পরিকল্পনা ছিল ওডিশা এফসি। সেক্ষেত্রে বারংবার শোনা গিয়েছিল থোইবা সিংয়ের নাম। দলের আহমরি পারফরম্যান্স না থাকলেও



ইয়ামালের চোখধাঁধানো গোল এবং
লা লিগা চ্যাম্পিয়ন বার্সেলোনা

প্রথমার্ধে ছয়ছাড়া দলের মতো লামিনে ইয়ামালও ছিলেন নিজের ছায়া হয়ে। বিরতির পর দুর্দান্ত এক গোল উপহার দিলেন সময়ের আলোচিত এই ফুটবলার। শেষ সময়ে সতীর্থের গোলেও রাখলেন অবদান। এম্পানিওলকে হারিয়ে দুই ম্যাচ হাতে রেখে লা লিগা শিরোপা জিতল বার্সেলোনা।



বার্সেলোনা, ১৬ মেঃ এম্পানিওলের আরসিডিই স্টেডিয়ামে বহুসম্প্রতিবার রাতে কাতালান ডার্বিতে ২-০ গোলে জিতেছে হাল্গি ফ্রিকের দল। শেষ ১০ মিনিট একজন কম নিয়ে খেলেছে এম্পানিওল। যোগ করা সময়ে দ্বিতীয় গোলটি করেছে দ্বিতীয়ার্থে বদলি নামা ফের্নান্দে লোপেস। এক মরসুম পর লা লিগা শিরোপা পুনরুদ্ধার করল বার্সেলোনা। স্পেনের শীর্ষ লিগে তাদের ২৮তম শিরোপা এটি। গত অসরসহ রেকর্ড ৩৬ বারের চ্যাম্পিয়ন রিয়াল মাদ্রিদ। ২০২৩ সালে এখানেই শিরোপা নিশ্চিতের পর বার্সেলোনার এলোয়াজদের উদযাপনের সময় মাঠে ঢুকে পড়েছিল ক্ষুদ্র এম্পানিওল সমর্থকরা। এবার শিরোপা জিতলে 'উদযাপনে বাড়াবাড়ি' না করার কথা ম্যাচের আগে বলেছিলেন কোচ ক্লিক। কিছুটা উদযাপন অবশ্য টিকিট ক্রেনেছেন রাফিনিয়া, লোপেসরা। এম্পানিওলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে কিছুটা হতাশ্ব্যতিও হয় তাদের। তবে দ্রুতই সামলে নেওয়া হয় পরিস্থিতি। কোপা দেল রে পর লা লিগা, বার্সেলোনার দায়িত্বে প্রথম মরসুমেই ঘরোয়া 'ভারল' জয়ের স্বাদ পোনেন জার্নান কোচ ফিক। এছাড়া গত জুনুয়ারিতে ফাইনালে রিয়াল মাদ্রিদকে গুঁড়িয়ে স্প্যানিশ সুপার কাপও ঘরে তোলে তার দল। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমি-ফাইনাল থেকে বিদায় নেয় তারা। ৩৬ ম্যাচে ২৭ জয় ও ৪ ড্রয়ে বার্সেলোনা পয়েন্ট হারা ৮৫। সমান ম্যাচে ৭৮ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে রিয়াল মাদ্রিদ। গত রবিবার রিয়ালের বিপক্ষে ৪-৩ গোলে জেতা ম্যাচ থেকে এম্পানিওলের বিপক্ষে শুরু

একাদশে তিনটি পরিবর্তন আনেন বার্সেলোনা কোচ। চোট কাটিয়ে লা লিগায় তিন ম্যাচ পর ফেরেন রবার্ট লেভানডক্সি। পজেশন ধরে রেখে শুরু করলেও চতুর্থ মিনিটে গোল খেতে বসেছিল বার্সেলোনা। দারুণ এক সুযোগ হারান এম্পানিওলের উর্বে গলসেন। সতীর্থের পাস নিয়ে পেয়ে নিচু শট লক্ষ্যে রাখতে পারেননি তিনি। সপ্তম মিনিটে হঠাৎ খেলা বন্ধ করে দেন রেফারি। এম্পানিওল গোলরক্ষক ও পরে স্টেডিয়ামের নিরাপত্তা কর্মীদের সঙ্গে কথা বলতে দেখা যায় তাকে। মূলত ম্যাচ শুরুর আগে স্টেডিয়ামের বাইরে জট পাকিয়ে থাকা লোকজনের ওপর দিয়ে একটি গাড়ি চালিয়ে দেওয়া হয় এবং এতে আহত হন ১৩ জন। স্টেডিয়ামের স্পিকারে যখন ঘোষণা দেওয়া

সুযোগ তৈরি করতে পারেনি কোনো দল। বার্সেলোনা কয়েকটি 'হাফ-চান্স' পেলেও কাজে লাগাতে পারেনি। ৫৩তম মিনিটে দুর্দান্ত গোলে বার্সেলোনাকে এগিয়ে নেন ইয়ামাল। ডান দিকে বজ্রের বাইরে দানি ওলমোর সঙ্গে বল দেওয়া-নেওয়া করে এগিয়ে যান তিনি। সামনে তখন প্রতিপক্ষের দুই-তিন জন খেলোয়াড়। আড়াআড়ি এগিয়ে জায়গা বানিয়ে ২০ গজ দূর থেকে বাঁ পায়ে জোরাল শট নেন ১৭ বছর বয়সী উইল্ডার, দূরের পোস্টে ওপরের কোণ দিয়ে বল আশ্রয় নেয় জালে। ৮০তম মিনিটে আরেকটি ধাক্কা খায় এম্পানিওল। বল দখলে নেওয়ার স্টেপার সময় হাত দিয়ে ইয়ামালের পেটে জোরে আঘাত করে সরাসরি লাল কার্ড দেখেন আয়োজক ডিফেন্ডার লিয়ান্দ্রো কাবেরেরা। ডিএআরে মিনিটের মধ্যে সিদ্ধান্তটো নেন রেফারি। ৮৬তম মিনিটে বজ্রে আলগা বল পান ইয়ামাল। এবার তার শটে জোর ছিল না তেমন, অনার্সেসে ঠেকান গোলরক্ষক। সাত মিনিট যোগ করা সময়ের যষ্ঠ মিনিটে ইয়ামালের পাস ধরে ব্যবধান দ্বিগুণ করার পাশাপাশি শিরোপা নিশ্চিত করে ফেলেন লেভানডক্সির বদলি নামা লোপেস। দুর্দান্ত সব পারফরম্যান্সে ফুটবল বিশ্বে আলোচনায় ফেলে দেওয়া ইয়ামাল এই মরসুমে বার্সেলোনার হয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৫৬ ম্যাচে ১৭ গোল করার পাশাপাশি ২৫টি অ্যাসিস্ট করলেন। এম্পানিওলের বিপক্ষে লা লিগায় টানা ২৮ ম্যাচে অপরাজিত (৮ জয়, ২০ ড্র) রইল বার্সেলোনা। ৩৬ ম্যাচে ৩৯ পয়েন্ট নিয়ে ১৬ নম্বরে আছে এম্পানিওল।

প্রকাশিত

সুচিকিৎসা

২৭ বর্ষ • ষষ্ঠ সংখ্যা • ১ মে ২০২৫

মানসিক চাপ থেকে মুক্তি

- “মন ভালো তো সব ভালো: স্ট্রেস কেবলুন বিদায়”
- রোবোটিক সার্জারি-ই হাটু প্রতিস্থাপনের আদর্শ সার্জারি
- ডিশাশয়ের ক্যানসার
- ক্যানসার চিকিৎসা এবং আধুনিক রেডিওথেরাপি
- মহিলা এবং ক্যানসার - কিছু সত্যতা
- রেডিয়াল অ্যাজিওপ্লাস্টি
- অগ্রাণুবরক্ষদের জীবনোমানসিকচাপ
- মানসিক চাপ
- মানসিক চাপ থেকে মুক্তি
- একাকীদ্ব ও মানসিক চাপ

সুচিকিৎসা এখন অনলাইনে পড়তে পাশের কোডটি স্ক্যান করুন